অর্জুন

অর্জ্জুন

অর্জ্জুন

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত

কলিকাতা
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড্ সন্‌এর
পুস্তকালয় হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১২

মূল্য ॥০ আট আনা।

কলিকাতা

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণ প্রেসে

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অর্জ্জুন
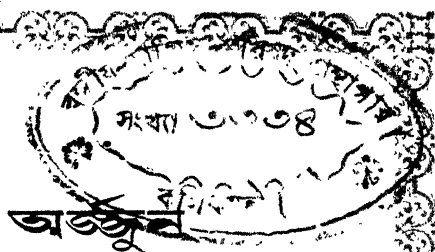
বাল্য ক্রীড়া

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে পাণ্ডু নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। পাণ্ডুরাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, সেজন্য বয়সে ছোট হইলেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুই রাজা হইয়াছিলেন। কিছুকাল রাজত্ব করিবার পর হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয় ভ্রাতার এক শত পাঁচ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র ও পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এই পঞ্চ পুত্র।

পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন একজন প্রসিদ্ধ বীর পুরুষ ছিলেন, ঐরূপ মহাবীর তৎকালেও অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আমরা তাঁহার কথাই তোমাদের নিকট বলিতে যাইতেছি।

পাণ্ডুরাজার মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র, মহাবীর ভীষ্মের পরামর্শানুসারে রাজত্ব করিতেছিলেন। ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুরাজার জ্যেষ্ঠতাত, পিতা বিচিত্রবীর্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ধৃতরাষ্ট্র ছেলেদের নানারূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। একদিকে লেখাপড়ার, অন্য দিকে অস্ত্র-বিদ্যার।

"কৌরব পাণ্ডব ভাই পঞ্চোত্তর শত।
বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে সবে পারগত॥
বালকের ক্রীড়া যত আছয়ে সংসারে।
ক্রীড়ামত্ত হয়ে সভে ভ্রমে নিরন্তরে॥"

এইরূপে দিন যায়। একদিন রাজকুমারেরা হস্তিনা নগরের বাহিরে এক প্রান্তরের মধ্যে একটী বৃহৎ লৌহ গোলক লইয়া খেলা করিতেছিলেন, হঠাৎ সেই গোলকটি নিকটস্থ এক কূপমধ্যে পতিত হইল। কূপটি জলশূন্য। তাঁহারা ঐ গোলকটি তুলিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইলেন না। গোলকটি উদ্ধার করিতে না পারায় তাঁহাদের মনে খুব কষ্ট হইল। সামান্য একটী গোলক অগভীর কূপে পতিত হইয়াছে, তাহাও তুলিতে পারিলেন না, তবে তাঁহারা কি শিক্ষা করিলেন! পরিশ্রমে সকলের শরীর ক্লান্ত ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহারা কূপের চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে উহার উদ্ধার করিতে পারিবেন এরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তথায় একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গায়ের বর্ণ

শ্যাম, দেহ দীর্ঘ, কেশ ও শ্মশ্রু পক্ক এবং লম্বিত। পরিধানে শুক্ল বস্ত্র ও স্কন্ধে শুক্ল উত্তরীয়।

তিনি বালকগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহারা কূপের চারিদিকে বেড়িয়া ঐরূপ বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছেন কেন তাহার কারণ জানিতে চাহিলেন। উহাতে রাজকুমারেরা সমবেত কণ্ঠে বলিলেন,—

"ধিক্ ক্ষত্রকুলে জন্ম আমা সবাকার।
ধিক্ প্রাণ ধিক্ ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন।
ভাঁটা উদ্ধারিতে কেহ নহিল ভাজন॥
হের দেখ জলহীন কূপের ভিতরে।
পড়িয়াছে লৌহ গোলা পাই দেখিবারে॥"

ব্রাহ্মণ তাঁহাদের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"রাজকুমারগণ, আমি কূপ হইতে তোমাদের লৌহ গোলকটি বাণের সাহায্যে তুলিয়া দিতেছি, কিন্তু তোমরা প্রতিজ্ঞা কর তোমাদের এই কাজটী করিয়া দিতে পারিলে তোমরা আমাকে খুব পরিতোষরূপে ভোজন করাইবে।" কুমারেরা খুব আহ্লাদের সহিত উহা স্বীকার পাইলেন।

ব্রাহ্মণ স্বীয় হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়টিও কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন; তারপর কুশদ্বারা কতকগুলি বাণ প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বারা কৌশলক্রমে গোলকটার সহিত অঙ্গুরীটিও তুলিয়া ফেলিলেন। রাজকুমারেরা এই অপরিচিত বৃদ্ধের

এরূপ অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তিনি কোনও উত্তর না দিয়া বলিলেন "তোমরা ভীষ্মের নিকট যাইয়া আমার বিষয় বলিলেই তিনি আমাকে চিনিতে পারিবেন।"

কুমারেরা ভীষ্মের নিকট যাইয়া বলিলেন,—

"বৃদ্ধ এক দ্বিজবর শ্যামবর্ণ ধরে।
তাহার যতেক গুণ অদ্ভুত সংসারে॥
যত্ন করি জিজ্ঞাসিনু নাম না কহিলা।
তোমা জানাইতে আমা সবে পাঠাইলা॥"

ভীষ্ম বালকদের কথা শুনিয়াই বুঝিলেন যে নিশ্চয়ই মহাধনুর্ব্বিদ্ দ্রোণাচার্য্য শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহার ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি সত্বর দ্রোণাচার্য্যের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কুশলবার্ত্তা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর মহাসমাদরের সহিত রাজবাটীতে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহার উপর বালকগণের অস্ত্র-শিক্ষার ভার দিলেন। সে সময়ে যত যোদ্ধা ছিল তন্মধ্যে পরশুরাম, ভীষ্ম ও দ্রোণ এ তিন জনের সমকক্ষ কোন যোদ্ধা ছিলেন না, কাজেই দ্রোণের উপর বালকগণের শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া ভীষ্মের অত্যন্ত আনন্দ হইল।

দ্রোণ যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন প্রভৃতির শিক্ষার ভার গ্রহণ

করিয়া কহিলেন—"রাজকুমারগণ! আমি তোমাদিগকে খুব ভালরূপ অস্ত্র শিক্ষা দিব, কিন্তু তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে শেষে আমার একটী বাসনা পূর্ণ করিবে!" এ কথায় সকলেই নীরব রহিলেন—কেহই কোন উত্তর দিলেন না। কেবল অর্জ্জুন নির্ভীকচিত্তে দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন,—

"* * মোর সত্য অঙ্গীকার।
করিব পালন হয় যে আজ্ঞা তোমার॥"

অর্জ্জুনের কথায় দ্রোণ আনন্দে অধীর হইলেন,—তিনি স্নেহভরে শিষ্যকে আলিঙ্গন ও মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন,—

"শিষ্য না করিব আমি সমান তোমার।"

রাজপুত্রদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। আচার্য্য দ্রোণের অদ্ভুত শিক্ষার কথা শুনিয়া নানা স্থান হইতে রাজকুমারগণ তাঁহার নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতে আসিলেন। তা ছাড়া সারথি অধিরথের পুত্র কর্ণের নামও উল্লেখযোগ্য। এই কর্ণের সহিত প্রথম হইতেই অর্জ্জুনের কেমন একটা রেষারেষি জন্মিয়া গেল। কর্ণের কিন্তু দুর্য্যোধনের সহিত খুব ভাব হইল। সে সব কথা পরে শুনিবে।

রাজপুত্রেরা এক এক জন এক এক বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। দুর্য্যোধন ও ভীম গদার খেলায়, নকুল সহদেব খড়্গে, যুধিষ্ঠির রথ চালনায় এবং অর্জ্জুন ধনুক বিদ্যায়

অত্যন্ত দক্ষ হইলেন। ভীম ও অর্জ্জুনের অস্ত্রবিদ্যার নৈপুণ্য দেখিয়া, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা কিন্তু ঈর্ষায় জ্বলিয়া মরিত।

রাজপুত্রেরা কে কিরূপ শিক্ষা করিতেছেন তাহা বুঝিবার জন্য মাঝে মাঝে দ্রোণাচার্য্য নানা রকমের পরীক্ষা লইতেন। একবার গোপনে কারিকর দ্বারা একটী কাঠের নীল পক্ষী প্রস্তুত করিয়া, সেটীকে সকলের অজ্ঞাতে এক গাছের আগায় রাখিয়া দিয়া, তিনি রাজপুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা সকলে তীর ধনুক লইয়া প্রস্তুত হও, আমি যখন যাহাকে তীর ছুঁড়িতে বলিব, তখনি তাহার তীর ছুঁড়িয়া ঐ নীল পাখীটার মাথা কাটিয়া ফেলিতে হইবে।"

দ্রোণ প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি দেখিতেছ?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"কেন, আমি গাছপালা লোক জন, আপনাদের সকলকেই দেখিতেছি।" ইহাতে দ্রোণ বুঝিলেন যে যুধিষ্ঠিরের লক্ষ্য স্থির নাই। কাজেই আচার্য্য বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যাও, তুমি চলিয়া যাও, তুমি লক্ষ্য বিঁধিতে পারিবে না।" এইরূপ ভাবে একে একে সকল রাজপুত্রেরাই আসিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সকলেই কোন না কোন ত্রুটির জন্য নাকাল হইয়া প্রস্থান করিলেন।

অবশেষে আসিলেন অর্জ্জুন। অর্জ্জুন তীর ধনুক লইয়া প্রস্তুত হইলে আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস! তুমি কি দেখিতেছ?" অর্জ্জুন বলিলেন—"আমি পাখী ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি না।"

"তুমি কি সমস্ত পাখীটাই দেখিতেছ?"

"না, পাখীর মাথাটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছি না!"

"তবে তীর ছাড়।"

আচার্য্যের কথা শেষ হইতে না হইতেই অর্জ্জুন তীর নিক্ষেপ করিলেন—সকলে বিস্ময়ের সহিত দেখিল কাটা-মাথাসহ পক্ষীটি মাটিতে পড়িয়াছে! দ্রোণ শিষ্যের এই কৃতকার্য্যতায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, আবেগভরে তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "বৎস! আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে। তুমি পৃথিবীতে অতুলনীয় বীর ও যশস্বী হইবে।"

আর একবার সকলে মিলিয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। হঠাৎ একটা কুমীর কোথা হইতে আসিয়া আচার্য্য দ্রোণকে ধরিয়া ফেলিল। সে ভয়ঙ্কর কুমীর দেখিতে দেখিতে আচার্য্যকে গভীর জলে লইয়া গেল। সকলে হায়! হায়! করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল, সকলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! দ্রোণ

অনায়াসেই কুমীরটাকে বধ করিতে পারিতেন, কিন্তু রাজপুত্রদের পরীক্ষার নিমিত্ত জলমধ্যে কুমীরের কবলগত থাকিয়া কেবলি চেঁচাইতেছিলেন—“রাজপুত্রগণ! আমার প্রাণ বাচাও।” এইরূপ অবস্থায় সকলে যখন কি করিবেন কিছুই ঠিক্ করিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া দাড়াইয়া আছেন, সে সময়ে অর্জ্জুন পাঁচটী তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়া কুমীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া আচার্য্যকে উদ্ধার করিলেন। দ্রোণ অর্জ্জুনের সাহস, বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া তাঁহাকে ‘ব্রহ্মশিরা’ নামক একটা অস্ত্র পুরস্কার দিলেন এবং সেই অস্ত্র চালনার কৌশল শিক্ষা দিলেন।

শিষ্যগণ সর্ব্বদা দ্রোণের সঙ্গে থাকায় নিজ পুত্রকে শিক্ষা দিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিত না। সে জন্য তিনি কৌশলক্রমে শিষ্যগণকে কমণ্ডলু ভরিয়া জল আনিবার জন্য গঙ্গাতীরে পাঠাইতেন—কুমারদের এই অনুপস্থিতিটুকুতে পুত্র অশ্বত্থামাকে বিবিধ অস্ত্র-কৌশল শিক্ষা দিতেন। দ্রোণের এ কপট ভাব অর্জ্জুন বুঝিয়া ফেলিলেন। আর একদিন যেমন দ্রোণ কমণ্ডলু গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া আনিবার জন্য শিষ্যবর্গকে আদেশ করিলেন, অমনি একে একে সকল শিষ্য গুরুর আদেশে জল আনয়ন জন্য গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। গেলেন না কেবল অর্জ্জুন· তিনি দ্রোণের

আদেশ পাইবামাত্র 'বরুণ' নামক বাণদ্বারা গুরুর কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই কমণ্ডলু জলে পূর্ণ করিয়া দিলেন। আচার্য্য অর্জ্জুনের এইরূপ আশ্চর্য্য গুণপনা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন—এবার হইতে তিনি আরও যত্নের সহিত পুত্র অশ্বত্থামা ও তাঁহাকে একত্র অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের আলস্য নাই, নিদ্রা নাই, সর্ব্বদা ধনুঃশর সঙ্গে লইয়া গুরুর সাথে সাথে ফিরেন; তাঁহার সেবা করেন এবং নানারূপ অস্ত্র-পরিচালন কৌশল শিক্ষা করেন। আচার্য্যও তাঁহার ভক্তি, সেবা এবং শিক্ষায় এইরূপ একাগ্রতা দেখিয়া আনন্দচিত্তে শিক্ষাদ্বারা প্রিয় শিষ্যকে একজন শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-বিদ্যা-বিশারদ করিয়া তুলিলেন। রাজপুত্রগণের মধ্যে কেহই অর্জ্জুনের সমকক্ষ হইলেন না। সর্ব্বত্রই অর্জ্জুনের জয় জয়কার। সকলের মুখেই তাঁহার প্রশংসার কথা।

অস্ত্রপরীক্ষা

রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা শেষ হইলে দ্রোণ, ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যাইয়া তাঁহাদের অস্ত্র পরীক্ষা দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রফুল্লমনে পরীক্ষা-গ্রহণে সম্মতি দিলেন। বিদুরের উপর রঙ্গভূমি সজ্জার ভার পড়িল। রাজ্য জুড়িয়া ধূম ধাম পড়িয়া গেল।

নগরের বাহিরে এক বিশাল প্রান্তরমধ্যে রঙ্গভূমি নির্ম্মিত হইল। তাহার চারিদিকে উচ্চ গৃহ, মঞ্চ, ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া বিভিন্ন সাজে সুসজ্জিত হইল।

"রাজগণ বসিবারে তথির উপর।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা থুইল বিস্তর॥
রাজনারীগণ হেতু কৈল ভিন্ন স্থল।
জানপদ হেতু মঞ্চ করিল উচল॥"

ক্রমে পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইল। রাজপুত্রগণের অস্ত্র-ক্রীড়া দেখিবার জন্য নানা দেশ বিদেশের রাজগণ উপস্থিত হইয়াছেন, নগরের সমুদয় বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী রঙ্গস্থলের চারিদিকে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। রাজগণ সুসজ্জিত গৃহে মণি-মাণিক্য-খচিত-আসনে উপবেশন করিলেন। গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতি রাজমহিষীগণ অন্যান্য পুরনারীবৃন্দের সহিত কুমারদের অস্ত্রক্রীড়া দেখিবার জন্য তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট আসনে যাইয়া উপবেশন করিলেন। চারিদিকে আনন্দ-রব, চারিদিকে উৎসাহ-বাণী! লোকজনের চীৎকারে, তথায় এক অপূর্ব্ব উৎসাহ ও আনন্দ ক্রীড়া করিতে লাগিল। সহসা মধুর রবে নানা বাদ্য বাজিয়া উঠিল। বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই সকলের আগে আচার্য্য দ্রোণ, পুত্র অশ্বত্থামা সহ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শুক্ল বস্ত্র, শুক্ল উপবীত, শুক্ল

কেশ, শুক্ল মাল্য এবং শুক্ল চন্দন-লেপিত উন্নত ললাট বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সাধারণ দর্শকগণ, রাজগণ, পুরমহিলাগণ উৎসুক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। আচার্য্যের ন্যায় তাঁহার শিষ্যগণও আজ পরিচ্ছদের একটু জাঁকজমক করিয়াছেন। সকলের পরিধানেই সুন্দর মূল্যবান্ পোষাক —কবচ, কুণ্ডল, উষ্ণীষ ও অস্ত্র-শস্ত্র সূর্য্য কিরণে ঝক্ মক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সকলেরই হাতে ধনুক, পিঠে তূণ। যুধিষ্ঠির সকলের বড় বলিয়া সকলের আগে, তারপর অন্যান্য সকলে বয়সের অনুপাতে একে একে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। রাজকুমারদের সুন্দর পোষাক, বীরত্ব-ব্যঞ্জক হাসিভরা মুখ দেখিয়া সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, রমণীগণ আনন্দে হুলুধ্বনি করিলেন, নাগরিকেরা সকলের শিরে লাজ বর্ষণ করিল। বন্দিগণের স্তুতিগানে, ব্রাহ্মণদের আশীর্ব্বাচনে, শঙ্খ, ঘণ্টা ও বাদ্যধ্বনিতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের উদয় হইল।

তার পর দ্রোণের আজ্ঞায় রাজকুমারগণ একে একে বিবিধ ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, দুর্য্যোধন, সকলেই কেহ ধনুর্ব্বাণের ক্রীড়া-কৌশল, কেহ গদাযুদ্ধের অপূর্ব্ব নৈপুণ্য, কেহবা মল্লযুদ্ধের দক্ষতা দেখাইলেন। সকলে আনন্দে অধীর। যখন যে রাজপুত্র রঙ্গস্থলে প্রবেশ করেন, অমনি সকলে তাঁহার জয়ধ্বনি

করিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিল। রাজপুত্রগণের অস্ত্রশিক্ষা দেখিয়া সকলেই আনন্দিত। এইবার অর্জ্জুনের পালা। আচার্য্য অর্জ্জুনকে রঙ্গস্থলে ক্রীড়া প্রদর্শনের আদেশ দিবামাত্র চারিদিকে হর্ষধ্বনি পড়িয়া গেল। সকলের মুখেই কেবল এক কথা—'ঐ অর্জ্জুন আসিতেছে! ঐ অর্জ্জুন! ঐ অর্জ্জুন!' অর্জ্জুন রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন;—

"নবজলধর প্রায় অঙ্গের বরণ।
পূর্ণ শশধর মুখ রাজীবলোচন॥"

তিনি আচার্য্যের আদেশে পরম উৎসাহ সহকারে নানারূপ অদ্ভুত অস্ত্র-ক্রীড়া দেখাইতে লাগিলেন। কখন অনল অস্ত্রদ্বারা অনল সৃষ্টি করিলেন—চারিদিক অগ্নিময় হইল, লোকে ভীত হইয়া পড়িল। কিন্তু কি চমৎকার! দেখিতে দেখিতে বরুণ বাণদ্বারা তখনি আবার পার্থ অগ্নি-নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিলেন। কখনও,—

"সন্ধিয়া পর্ব্বত অস্ত্রে কৈল গিরিবর।
পর্ব্বত করিল চূর্ণ মারি বজ্র শর॥
ভূমি অস্ত্রে নির্ম্মাণ করেন ভূমণ্ডল।
সিন্ধু অস্ত্রে জল পূর্ণ করেন সকল॥
অন্তর্ধান অস্ত্র মারি হইলেন লুকি।
কোথায় আছয়ে পার্থ কেহ নাহি দেখি॥

কভু রথে ধনঞ্জয় কভু ভূমি পরে।
বাদিয়ার বাজি যেন নানা বিদ্যা করে॥”

এইরূপ আশ্চর্য্য ক্রীড়া দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল! ক্রীড়াশেষে ধীরে ধীরে অর্জ্জুন রঙ্গস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন চারিদিক্ হইতে তুমুল আনন্দধ্বনি ও বাদ্যরবে কর্ণে তালা লাগিয়া গেল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সকলের মুখে অর্জ্জুনের গুণ-কীর্ত্তন শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। প্রকৃতপক্ষেই তাঁহার খুব আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু অর্জ্জুনের প্রশংসাবাদে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতির প্রাণে বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

দুর্য্যোধনের বন্ধু কর্ণ অর্জ্জুনকে অপদস্থ করিয়া বন্ধুর মনোরঞ্জনের জন্য রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। কারণ যে রাজা নহে এবং যাহার কুল ও চরিত্র অজ্ঞাত, চন্দ্রবংশীয় রাজকুমারেরা কখনও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন না।

অর্জ্জুন কিন্তু প্রফুল্লচিত্তে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। আচার্য্যের আদেশে তাহা হইল না। বাহিরে আবার বিজয়বাদ্য বাজিল, আবার শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদিত হইল। সকলের মুখে অর্জ্জুনের গুণগান,—সকলের মুখে অর্জ্জুনের কীর্ত্তি-কথা। এই ক্রীড়া-প্রাঙ্গণেই

কিন্তু দুর্য্যোধনের হৃদয়ে বিষ-বীজ রোপিত হইল। সে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াই কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের উদ্ভব। সে কথা পরে বলিব।

গুরু-দক্ষিণা

একদিন দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন প্রভৃতি শিষ্যগণকে কহিলেন—"তোমাদের অস্ত্র-শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে গুরু-দক্ষিণা দাও।" শিষ্যগণ দক্ষিণা দিতে সম্মত হইলে আচার্য্য বলিলেন,—

"রত্ন আদি ধনে মোর নাহি প্রয়োজন,
পাঞ্চাল ঈশ্বর সে দ্রুপদ নৃপবরে।
রণমধ্যে ধরিয়া আনিয়া দেহ মোরে॥
যেমতে পারহ আন করিয়া বন্ধন।
আমার দক্ষিণা এই শোন শিষ্যগণ॥"

দ্রোণ শিষ্যগণের নিকট এইরূপ গুরু-দক্ষিণা কেন চাহিলেন তাহার একটু ইতিহাস আছে।

দ্রোণাচার্য্য সুবিখ্যাত ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। ভরদ্বাজ মুনির সহিত পাঞ্চালের রাজা পৃষতের অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। পৃষতের পুত্র দ্রুপদ দ্রোণাচার্য্যের সমবয়স্ক ছিলেন। দ্রোণাচার্য্য ও দ্রুপদ সমবয়স্ক বলিয়া বাল্যকালে উভয়ের মধ্যে

খুব সৌহার্দ্দ্য ছিল। উভয়ে কখনও পাঞ্চাল রাজ-ভবনে, কখনও ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে একত্রে খেলা-ধূলা, একত্রে আহার বিহার করিয়া বেড়াইতেন।

দ্রোণ শৈশবে পিতার নিকট বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাইয়া পরশুরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধ-বিদ্যায় অপূর্ব্ব নৈপুণ্য লাভ করিলেন। ক্ষত্রিয় বালকের ন্যায় তাঁহার অস্ত্র-কৌশল ও ধনুর্ব্বিদ্যায় অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখিয়া পরশুরাম তাঁহাকে আপনার সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন।

বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি শরদ্বান মুনির কন্যা কৃপীকে বিবাহ করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসেন এবং কিছুকাল পরে তাঁহার অশ্বত্থামা নামে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জন্মিবামাত্র ছেলেটা অশ্বের মত ডাকিয়াছিল বলিয়া তিনি পুত্রের নাম অশ্বত্থামা রাখেন।

শৈশবে দ্রুপদ দ্রোণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

'আমি রাজা হইলে রাজ্য অর্দ্ধেক তোমার।'

দ্রোণ ব্রাহ্মণের পুত্র,—তিনি রাজ্য, ধন, মান অপেক্ষা তপ, জপ, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনা করিয়া জীবন অতিবাহিত করা সঙ্গত বোধে সে সব দিকে আর কোনও লক্ষ্য করেন

নাই—ধনৈশ্বর্য্য ভোগের আকাঙ্ক্ষা কোন দিন তাঁহার মনে উদিত হয় নাই।

একদিন অশ্বত্থামা প্রতিবেশী বালকবালিকাদিগকে গাভীর দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়া দুধ পান করিবার জন্য কাঁদিতেছিল, দ্রোণ তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত মনঃক্লেশ পাইলেন। একটী দুগ্ধবতী গাভী কোনও ধনীর নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া, পুত্রের দুগ্ধপানের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারেন কি না তজ্জন্য তিনি ভিক্ষার্থে বাহির হইলেন, কিন্তু এমনি অদৃষ্টের ফের যে সারাদিন নানাস্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়াও কোন স্থান হইতেই একটী দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। মনের দুঃখে ধীরপদে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় আরও বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন বালক দুগ্ধপানের জন্য কাঁদিতেছে, আর জননী কৃপী জলে পিঠালী গুলিয়া দুগ্ধ বলিয়া দিতেছেন, বালক তাহাই আনন্দের সহিত পান করিতেছে!

দ্রোণ এই ব্যাপার দেখিয়া প্রাণে বড়ই কষ্ট পাইলেন। এতদিন নানা ক্লেশে দিনপাত করিয়াও কোন দিন কাহারও নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হ'ন নাই, কিন্তু আজ আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। বাল্যবন্ধু দ্রুপদের নিকট গেলেন এবং আপনার পরিচয় প্রদান

করিয়া সব কথা খুলিয়া বলিলেন। আবেগভরে সজল নয়নে কহিলেন—"ভাই, শৈশবে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যদি তুমি রাজ্য লাভ কর, তাহা হইলে আমায় অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিবে। সখা! আমি অর্দ্ধেক রাজ্য বা ধন, মান কিছুই চাহি না, আমি শুধু একটী দুগ্ধবতী গাভী চাহি। গাভী পাইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। তোমার বন্ধুপুত্রেরও দুগ্ধের পিপাসা নিবৃত্তি হইবে।"

দ্রুপদ তখন বিশাল রাজ্যের অধিপতি। অতুল ঐশ্বর্য্য, অতুল্য ধন-সম্পদ; এখন কি আর তাঁহার বাল্যবন্ধুর কথা মনে আছে? তিনি বাল্যবন্ধুকে চিনিতেই পারিলেন না, আর চিনিয়া থাকিলেও তাহা কাহাকেও বুঝিতে দিলেন না। গর্ব্বের সহিত চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন,—

"কোথাকার দ্বিজ তুমি দরিদ্র ভিক্ষুক।
অজ্ঞান বাতুল কিংবা হইবা মুরুখ॥
আমি মহারাজা হই পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
কোন্ লাজে সখা বল সভার ভিতর?"

দ্রোণ দ্রুপদরাজার এইরূপ ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে চলিয়া আসিয়া হস্তিনানগরে শ্যালক কৃপাচার্য্যের গৃহে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে কুরু ও পাণ্ডব বালকগণের অস্ত্রশিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে যোগ্য শিষ্য ও সহায় প্রাপ্ত হইয়া দ্রোণাচার্য্য

পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য দক্ষিণা গ্রহণের ছলে অর্জ্জুনাদি শিষ্যদিগকে পাঞ্চাল আক্রমণে আদেশ করিলেন।

শিষ্যগণ দ্রোণের আদেশে পাঞ্চাল রাজ্য আক্রমণ করিয়া দ্রুপদরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। তারপর গুরু-আজ্ঞা অনুযায়ী অর্জ্জুন দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া—

'ফেলাইল দ্রুপদেরে দ্রোণের চরণে'।

এইরূপে শিষ্যগণের গুরু-দক্ষিণা ও অস্ত্র-শিক্ষা শেষ হইল। দ্রোণ বাল্যবন্ধু দ্রুপদরাজকে ক্ষমা করিয়া বলিলেন—"তুমি বলিয়াছিলে রাজা না হইলে রাজার বন্ধু হইতে পারে না, সে জন্য আমি তোমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুযায়ী অর্দ্ধেক রাজত্ব গ্রহণ করিলাম। অপর অর্দ্ধেক তোমারই রহিল। এক্ষণে বোধ হয় আমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে তোমার কোনও আপত্তির কারণ নাই।" দ্রুপদ পূর্ব্ব দুর্ব্ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত বিনীত ভাবে কহিলেন—"আপনি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, আপনার কার্য্য ঠিক্ ব্রাহ্মণের মতই হইয়াছে, আপনি আমায় ক্ষমা করুন, আজ হ'তে আমি আপনার অনুগত বন্ধু হইলাম।" দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদরাজার বন্ধন ইত্যাদি মোচন করিয়া উপযুক্ত সম্মান ও প্রীতি-আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় দিলেন।

—0—

জতুগৃহ দাহ

কিছুকাল পরে ধৃতরাষ্ট্র, কুরু ও পাণ্ডু উভয় বংশের জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করিলেন। যুধিষ্ঠির যুবরাজ হওয়ায় রাজ্যের ছোট বড় সকলেই খুব সুখী হইল। তাঁহার আদেশে ভীম অর্জ্জুন দুই ভাই নানা দেশ বিদেশের রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করিল। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, সকল দেশের রাজারাই পরাজয় স্বীকার করিলেন। নানা ধন-রত্নে হস্তিনানগর পূর্ণ হইল। যুধিষ্ঠির সরল, ধাম্মিক, দয়ালু, শান্তপ্রকৃতি এবং প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া প্রজারা তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত হইল।

পাণ্ডবদের যশ ও গৌরবের কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। তাঁহার প্রাণ দিবানিশি হিংসায় জ্বলিতে লাগিল! 'তাঁহার ছেলেদের কেহ প্রশংসা করে না, সকলে কি না পাণ্ডবদের প্রশংসা করে। উঃ! এ যে অসহ্য।' রাজার প্রাণ হিংসার আগুনে দিবারাত্রি দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার শয়নে নিদ্রা নাই, ভোজনে রুচি নাই—কিরূপে পাণ্ডবদের অনিষ্ট করিতে পারেন বৃদ্ধবয়সে ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল সে চিন্তাই করিতে লাগিলেন।

অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার বিশ্বাসী মন্ত্রী কণিককে ডাকাইয়া সব কথা কহিলেন।

কণিক পরামর্শ দিলেন—"পাঁণ্ডবেরা বাড়িয়া না-উঠিতেই বিনাশ করিয়া ফেলা ভাল।" কথাটা ধৃতরাষ্ট্রের মনের মত হইল।

এদিকে প্রজাদের মুখে কেবল যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, ভীষ্ম রাজা দেখেন না; কাজেই প্রজারা যুধিষ্ঠিরকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত। তাহারা সকলে স্থির করিল,

'চলহ যাইব প্রজা আছয়ে যতেক।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর করি অভিষেক॥'

প্রজাদের একথাটা দুর্য্যোধনের কাণে আসিল। তাঁহার আশা ভরসা লোপ পাইল। যুধিষ্ঠির বয়সে বড়, কাজেহ তাঁহার রাজা হইবার আর আশা রহিল না। মনের দুঃখে প্রজাদের কথা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যাইয়া বলিলেন—"প্রজারা কি না যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে!

ধিক্ কর্ম্ম ধিক্ আমি ধিক্ জন্ম মোর।
ধিক্ আত্মা ধিক্ শিক্ষা ধিক্ কলেবর॥
এ ছার জীবনে আর নাহি প্রয়োজন।
নিশ্চয় মরিব আজি তব বিদ্যমান॥"

ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া আরও

দুঃখিত হইলেন। কি উপায়ে হস্তিনানগরী হইতে পাণ্ডবগণকে বিতাড়িত করিতে পারেন, তাহা স্থির করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। অবশেষে দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া বারণাবতনগরে তাঁহাদিগকে কৌশলে পাঠাইবার বুদ্ধি স্থির করিলেন। আর বারণাবতে গেলে তাঁহাদিগকে কৌশলে বধ করিবার একটা মতলবও চলিতে লাগিল।

একদিন যুধিষ্ঠির রাজসভায় উপবিষ্ট। চারিদিকে মন্ত্রী, সভাসদ্ এবং অন্যান্য বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বসিয়া আছে। নানা বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে। এমন সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শে সভাসদেরা কৌশলে বারণাবতের কথা তুলিল। যেমন তোলা, অমনি নানা জনে নানা ভাবে বারণাবতের বহু প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলিল—'মহারাজ! বারণাবত ভারতবর্ষের মধ্যে প্রসিদ্ধ পুণ্য-ক্ষেত্র'; কোন মন্ত্রী বলিল—'বারণাবত বারাণসীর তুল্য পবিত্র স্থান, সেখানে স্বয়ং শূলপাণি অবস্থান করেন'। আর একজন বলিল—'অমর, কিন্নর প্রভৃতি গোপনে সেখানে বাস করেন।' আবার কোন মন্ত্রী বলিল—

'মহাতীর্থ মহাস্থান ভুবন-মোহন।
নিত্য-কৃত্য আসি করে যত দেবগণ॥'

মন্ত্রিগণ ও সভাসদ্‌গণের এইরূপ বিবিধ মন্তব্য শুনিয়া

যুধিষ্ঠির উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং সেখানে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের বারণাবত যাইবার ইচ্ছা জানিতে পারিয়া কহিলেন— "বৎসগণ! যদি তোমাদের বারণাবত দেখিবার ইচ্ছা থাকে —বেশ ত, সেখানে সপরিবারে যাও! শুনিয়াছি বারণাবত অতি সুন্দর স্থান। তা সেখানে গিয়া কিছুদিন বাস কর।"

ধৃতরাষ্ট্রের এ কথায় যুধিষ্ঠির সব বুঝিলেন। কিন্তু কি করেন? তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া প্রকাশ্যে জ্যেষ্ঠ-তাতের চরণ বন্দনা করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, মন্ত্রী প্রভৃতিকে উপযুক্ত রূপ সাদর সম্ভাষণ করিয়া পঞ্চভ্রাতা জননীর সহিত হস্তিনানগরী পরিত্যাগ করিয়া বারণাবত গমন করিলেন।

দুর্য্যোধনের আর আনন্দ ধরে না। বুঝি এত দিনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে চলিল। বুঝি এতদিনে বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

পাণ্ডবেরা বারণাবত যাইবার পূর্ব্বে দুর্য্যোধন তথায় পুরোচন নামক একজন মন্ত্রীকে প্রেরণ করিয়া সেখানে একটী 'জতুগৃহ' নিৰ্ম্মাণ করাইলেন। জতুগৃহ অর্থে গালার ঘর। গালা, ধুনা, চর্ব্বি, তেল, শন, কাঠ এই সকল জিনিষ দিয়া উহা প্রস্তুত হইয়াছিল। উহাতে আগুন ছোঁয়াইলেই দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে! কিন্তু বাড়ীটি এমনি কৌশলে,

এমনি সুন্দরভাবে তৈয়ারী হইয়াছিল যে বাহির হইতে দেখিলে তাহা বুঝা যাইত না।

পাণ্ডবেরা যখন সকলের সহিত বারণাবত যাইবার জন্য রথে উঠিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের পরমহিতৈষী মহামতি বিদুর গোপনে যুধিষ্ঠিরকে জতুগৃহের কথা কৌশলে বলিয়া সতর্ক করিয়া গিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে তাঁহারা নিরাপদে বারণাবতে পৌঁছিলেন। বারণাবত বাস্তবিকই অতি সুন্দর স্থান; যেমন স্বভাবের শোভা তেমনি সেখানকার লোকজনও খুব ভাল। তাহারা পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইল। পাণ্ডবেরাও সেখানকার গরীব দুঃখী, ছোট বড়, সকলের সঙ্গে দেখা করিতে লাগিলেন। আর দুষ্ট পুরোচন,—সে ত তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে। মুখে সর্ব্বদা হাসি লাগিয়া আছে,—তাঁহারা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে সব কাজ করিয়া ফেলে। সে যেন পাণ্ডবদের কত আপনার! পাছে পাণ্ডবেরা তাহার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করেন—সেজন্য তাঁহাদিগকে কয়েকদিন অন্য একটা বাড়ীতে রাখিয়া পরে জতু-গৃহে লইয়া গেল। জতু-গৃহে যাইয়া যুধিষ্ঠির ভীমকে চুপি চুপি কহিলেন—'ভাই এ বাড়ীটার একটু ভাল করে সন্ধান লও,—দেখ দেখি কিসের তৈয়ারী? ভীম বাড়ীর চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে

বলিলেন—'দাদা, সর্ব্বনাশ! ঐ বাড়ী গালা, চর্ব্বি ও শুক্‌না বাঁশের তৈয়ারী। এখানে থাকা উচিত নয়। নিশ্চয়ই দুর্য্যোধন আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছে।' যুধিষ্ঠির বলিলেন—'ভাই, এখন চলিয়া গেলেও যে রক্ষা নাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবে। আমরা যখন পূর্ব্ব হইতেই সব জানিতে পারিয়াছি, তখন অনায়াসেই সময়মত পালাইতে পারিব।'

একদিন একজন লোক যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—'মহাত্মা বিদুর, আমাকে আপনাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। আগামী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে পুরোচন এই ঘর শুদ্ধ আপনাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। আমি গর্ত্ত খুঁড়িয়া আপনাদের পলায়নের পথ প্রস্তুত করিবার জন্য আসিয়াছি।' যুধিষ্ঠির তাহার সরলতায় মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ঐ কাজে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেই খনক দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া গভীর গর্ত্ত প্রস্তুত করিল,—বাড়ীর নর্দ্দামা প্রস্তুত হইতেছে মনে করিয়া তাহাকে কেহ কোনরূপ সন্দেহ করিল না। এমন কি পুরোচনও কিছুই বুঝিতে পারিল না। পাণ্ডবেরা সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, আর রাত্রিকালে ঐ গর্ত্তের মধ্যে সাবধানে নিদ্রা যাইতেন। গর্ত্তের মুখ এমনি

কৌশলে লুকান ছিল যে বাহির হইতে কেহই তাহা দেখিতে পাইত না। উহার বিষয় সেই খনক ও পাণ্ডবেরা ভিন্ন আর কেহই জানিত না।

ক্রমে সেই কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দ্দশীর দিন আসিল। কুন্তীদেবী সেদিন বহু দরিদ্র ও ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন। এক নিষাদী তাহার পাঁচ ছেলে লইয়া সেই নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল। ছোট লোক বরাবর ত আর ভাল খাবার পায় না; কাজেই সেদিন খুব পেট ভরিয়া খাইল। সন্ধ্যার পর আকাশে মেঘ দেখা দিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, কড় কড় রবে বজ্র ও সোঁ সোঁ সাঁই সাঁই রবে ঝড়ের বাতাস প্রবল বেগে বহিয়া যাইতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মুষল-ধারে বৃষ্টিও পড়িতেছিল, কাজেই নিষাদী ও তাহার পাঁচ ছেলের আর সেখান হইতে যাওয়া হইল না। তাহারা ছয়জন সেখানেই ঘুমাইয়া রহিল।

বাহিরে ভীষণ ঝড় যেন শত দৈত্য এক সঙ্গে লড়াই সুরু করিয়াছে। সকলে নিদ্রায় অচেতন, পুরোচনও তাহার কর্ত্তব্য ভুলিয়া আহারাদির পর খুব আরামে ঘুমাইতেছে। এমন সময় ধীরে ধীরে ভীম জতু-গৃহের চারিদিকে আগুন ধরাইয়া দিল। পলক-মধ্যে দাউ দাউ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পাণ্ডবেরা পলায়নের জন্য

পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। এক্ষণে সকলে মিলিয়া গর্ত্তের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া বনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুরোচন ও পাঁচ পুত্র সমেত সেই নিষাদী সেখানে পুড়িয়া মরিল। আগুনের ভীষণ শব্দে বারণাবত-বাসীরা জাগিয়া উঠিল। তাহারা সকলেই তখন বুঝিতে পারিল যে পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্যই দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছিলেন। পরদিন ভোরের বেলা তাহারা দেখিল 'জতু-গৃহ' পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, আর সেই ছাইয়ের ভিতরে সাতটী মৃত দেহ! নগরবাসীরা ত আর ভিতরের খবর জানিত না; তাই সকলে ঐ সকল মৃতদেহ পঞ্চ পাণ্ডব ও কুন্তীর মনে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া এ দুঃসংবাদ ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইল।

ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হইলেও বাহিরে খুব কাঁদা-কাটা করিলেন। তারপর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পঞ্চ পাণ্ডবের ও কুন্তীদেবীর শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

সেই ভীষণ ঝড় জলের মধ্যে পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের বেশে পলায়ন করিলেন। পথে নানারূপ কষ্ট যন্ত্রণা ও আপদ বিপদ সহিয়া কয়েক দিন পরে একচক্রা নামক এক নগরে উপনীত হইলেন এবং তথায় এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিথি হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পথে ভীম হিড়িম্ব নামক এক নরখাদক ভীষণ রাক্ষসকে বধ করিয়া আপনাদের

প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ রাক্ষসের হিড়িম্বা নামে এক ভগ্নী ছিল—কুন্তীদেবী ও যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। দিনের বেলা ভিক্ষা করিয়া বেড়ান, আর রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া আসেন। ভিক্ষা-লব্ধ জিনিষ দুই ভাগ হয়, উহার—

'অৰ্দ্ধেক বাঁটিয়া দেন বীর বৃকোদরে।
মাতা সহ অৰ্দ্ধভাগ চারি সহোদরে॥'

তবু কিন্তু ভীমের পেট ভরে না।

একদিন যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন, দৈব ক্রমে সে দিন ভীম ভিক্ষায় বাহির হন নাই, তিনি মায়ের নিকটই রহিয়াছেন। এমন সময় মাতা ও পুত্র ব্রাহ্মণের ঘরে কান্নার রোল শুনিয়া বিস্মিত হইলেন! কান্নার হেতু জানিবার জন্য কুন্তীদেবী ব্রাহ্মণের ঘরে গমন করিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন-- "বাবা, ভীম! এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের আজ ভয়ানক বিপদ উপস্থিত। এ নগরের রাজা, বক নামে এক রাক্ষস। ঐ রাক্ষস এ নগরবাসীদিগকে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি নানাবিধ হিংস্র জন্তুর কবল হইতে রক্ষা করে। এজন্য নগরবাসীদের কর-স্বরূপ প্রত্যহ তাহার আহার যোগাইতে হয়। সে

আহারও বড় সহজ নহে,—প্রত্যহ একটী মানুষ, বিশ থালা ভাত ও দু'টা মহিষ দিতে হয়। আজ ব্রাহ্মণপরিবারের পালা; কাজেই স্ত্রী, কন্যা ও ব্রাহ্মণ এ তিন জনের মধ্যে কে রাক্ষসের আহার্য্য হইবে সে বাদানুবাদের সঙ্গে সঙ্গেই কান্নার রোল উঠিয়াছে।" ভীম বলিলেন—"মা, সেজন্য ভাবনা কি? তুমি ব্রাহ্মণকে শান্ত হইতে বল, আমি সে ব্যবস্থা করিতেছি।" কুন্তীদেবী পুত্রের এইরূপ পরোপকার প্রবৃত্তি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পরদিন ভীম যথারীতি খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া যাইয়া ঐ রাক্ষসকে বধ করিয়া, নগরবাসীদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন। কে এ কাজ করিল, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ নগরে প্রচার করিয়া দিলেন তাঁহার প্রার্থনায় এক মহাপুরুষ আসিয়া রাক্ষসকে বধ করিয়াছে। নগরবাসীরা ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ বাড়ীতে যাইয়া দেবতার পূজা দিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে একদিন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া পাণ্ডবদের গৃহে অতিথি হইলেন। এই ব্রাহ্মণ একজন পর্য্যটক—দেশ বিদেশ নানা তীর্থ ঘুরিয়া বেড়ানই তাঁহার কাজ। তিনি পাণ্ডবদের নিকট নানা দেশ বিদেশের গল্প করিতে করিতে বলিলেন,—

পাঞ্চাল নগরে ॥
কন্যা-স্বয়ম্বর সে দ্রুপদরাজ করে।
তার কন্যা গুণবতী কৃষ্ণা নাম ধরে।
রূপে গুণে তুল্য নাহি এ তিন সংসারে ॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা জন্ম যজ্ঞ হ'তে।
যাজ্ঞসেনী নাম তেঁই বিখ্যাত জগতে ॥”

ব্রাহ্মণের মুখে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া পাণ্ডবদের তথায় যাইবার ইচ্ছা হইল। কুন্তীদেবী ছেলেদের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন—“এক যায়গায় অনেক দিন থাকা ঠিক নয়, চল বাবা, আমরা পাঞ্চাল দেশে যাই। শুনিয়াছি সেখানকার রাজা দয়ালু।” মাতৃ-আজ্ঞায় পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দেখিবার জন্য অতি প্রত্যূষে পাঞ্চাল দেশে যাত্রা করিলেন।

চিত্ররথের লাঞ্ছনা

গঙ্গার তীরে সোমাশ্রয়ণ তীর্থ। সেখানে আসিয়া পাণ্ডবদের রাত্রি হইল। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আবার পথ অজানা। সেজন্য অর্জ্জুন হাতে মশাল লইয়া সকলের আগে আগে পথ দেখাইয়া যাইতে লাগিলেন। সেখানে

এক গন্ধর্ব্ব সপরিবারে গঙ্গাস্নান করিতেছিল। পাণ্ডবের পদশব্দ—কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"কে তোমরা? মানুষ হইয়া এত অহঙ্কার কেন? সাবধান, এদিকে আসিও না। আমি কে জান? অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব্ব—কুবেরের বন্ধু। এদিকে আসিলে আমি তোমাদিগকে বধ করিব।"

অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বের এইরূপ অন্যায় স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"ও সব স্পর্দ্ধার কথা রাখ। কুবেরেরই বন্ধু হও, আর গন্ধর্ব্বই হও, আমরা ভয় করি না। গঙ্গাস্নানে সকলেরই সমান অধিকার। তোমার কি ক্ষমতা আছে যে তুমি আমাদিগকে বাধা দিতে পার?"

অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া ত গন্ধর্ব্ব চটিয়া লাল। সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বাণ ছাড়িল। অর্জ্জুনও তাড়াতাড়ি ভীমের হাতে মশালটা দিয়া যুদ্ধে লাগিয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি অগ্নি বাণ ছাড়িয়া গন্ধর্ব্বের রথ পোড়াইয়া দিলেন। রথ পুড়িবামাত্র গন্ধর্ব্বপতি দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু অর্জ্জুনের নিকট হইতে পলায়ন বড় সহজ নয়। অল্পকাল মধ্যেই তিনি গন্ধর্ব্বকে ধরিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট লইয়া গেলেন। এদিকে গন্ধর্ব্বের স্ত্রী কুম্ভনসী যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া অতি করুণ স্বরে স্বামীর মুক্তি ভিক্ষা করিল।

অর্জ্জুন। 'তুমি নিশ্চিন্ত মনে দেশে প্রস্থান কর' [৩১ পৃষ্ঠা।]

যুধিষ্ঠির গন্ধর্ব্বপত্নীর ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া বলিলেন—'অর্জ্জুন, ভাই উহাকে ছাড়িয়া দাও।' ভ্রাতৃ-আজ্ঞায় অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন 'রাজা যুধিষ্ঠির তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন, এখন তুমি নিশ্চিন্ত মনে দেশে প্রস্থান কর।' গন্ধর্ব্ব প্রাণদান পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে চাক্ষুষী বিদ্যা নামক এক আশ্চর্য্য বিদ্যা শিক্ষা দিল। যে এ বিদ্যা জানে, সে ত্রিভুবনের মধ্যে যেখানে যে বস্তু আছে ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা দেখিতে পায়। অর্জ্জুনকে গন্ধর্ব্ব এ বিদ্যা দিল এবং উপরন্তু এমন একশত অশ্ব দিল যে 'সেই অশ্ব শ্রান্ত নহে ভ্রমিলে সংসার।' অর্জ্জুনও গন্ধর্ব্বকে তাহার দানের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মাস্ত্র দিলেন। স্থির হইল যে গন্ধর্ব্বের প্রদত্ত ঘোড়াগুলি এখন তাহার নিকটই থাকিবে। পাণ্ডবেরা প্রয়োজনমত তাহা গ্রহণ করিবেন।

অর্জ্জুনের সহিত অঙ্গাঁরপর্ণের খুব বন্ধুত্ব হইয়া গেল। অঙ্গারপর্ণের অপর নাম চিত্ররথ। চিত্ররথ বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। সে পাণ্ডবদিগকে অনেক সদুপদেশ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। তাহাব পরামর্শে পাণ্ডবেরা উৎকোচক নামক তীর্থে গেলেন। সেখানে ধৌম্যকে পুরোহিত করিয়া তাঁহাকে সহ আবার পাঞ্চাল দেশের দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহাদের সহিত কয়েকজন ব্রাহ্মণের দেখা হইল। তাঁহারাও স্বয়ম্বর দেখিতে চলিয়াছেন।

পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথায় যাইবেন?' যুধিষ্ঠির বলিলেন—'আমরা একচক্রা হইতে আসিতেছি এবং পাঞ্চালে গমন করিব।' ব্রাহ্মণেরা ইহাতে খুব আনন্দিত হইয়া কহিলেন—চলুন, আমরা সকলে এক-সঙ্গে যাই। বিবিধ গল্প ও হাস্যালাপ করিতে করিতে তাঁহারা পাঞ্চাল নগরে উপস্থিত হইয়া সেখানকার এক কুম্ভকারের বাড়ীতে অতিথি হইলেন।

লক্ষ্যভেদ

স্বয়ম্বরের সংবাদ পাইয়া পৃথিবীর নানা স্থান হইতে রাজা, রাজপুত্র এবং নানা দেশের নানা বীর যোদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, দীন দুঃখীর ত কথাই নাই—তাহাদের আনন্দ দেখে কে? এদিকে হস্তিনাপুরী হইতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি আসিয়াছেন। এমন কি দেবতারা পর্য্যন্ত দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দেখিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই।

দ্রুপদ রাজার অভিপ্রায় ছিল—অর্জ্জুনের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ হয়। সেজন্য তিনি এক কৌশল করিয়াছিলেন।

'হেন ধনু কৈল যেন কেহ নাহি দেখে।
শূন্যেতে রাখিল লক্ষ্য অসম্ভব লোকে॥
ছিদ্রপথে যন্ত্র রাখে মন্ত্র বিরচিতে।
পঞ্চশর সহ ধনু থুইল সভাতে॥
এই ধনুঃশর এই যন্ত্র-রন্ধ্র-পথে।
যে বিন্ধিবে লক্ষ্য কন্যা ভজিবে তাহাতে॥'

স্বয়ম্বরের পূর্ব্ব হইতেই ধ্বজ-পত্র-পতাকায় পাঞ্চালনগর সুসজ্জিত হইল। বৃহৎ তোরণ—তোরণে তোরণে মঙ্গল কলস, বিবিধ বর্ণের পতাকা এবং ফুলের মালা। নগর অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। রাজাদের জন্য সুবর্ণ-রজত-মণি-মুক্তা খচিত বিচিত্র বাস-গৃহ এবং স্বয়ম্বর স্থলে উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইল। এক পক্ষ কাল পূর্ব্ব হইতেই রাজ্য মধ্যে আমোদ প্রমোদ, রঙ্গ তামাসা, গান বাজনা চলিতে লাগিল। ক্রমে স্বয়ম্বরের দিন উপস্থিত হইল। সে দিন সভায় লক্ষ লক্ষ রাজা উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুনের সখা যাদবদের রাজা কৃষ্ণও তাঁহার জেষ্ঠভ্রাতাসহ সভায় আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সহিত যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতি তথায় উপবেশন করিলেন।

স্বয়ম্বরের শুভলগ্ন উপস্থিত হইলে দ্রৌপদী স্বয়ম্বর সভায় সখীগণ পরিবৃতা হইয়া উপস্থিত হইলেন। দ্রৌপদীর

বিচিত্র বসনভূষা, মণিরত্ন-কাঞ্চনের অলঙ্কারের অপূর্ব্ব শোভা ও তাঁহার ত্রিভুবন-মনো-মোহিনী কান্তি দেখিয়া সকলে মুগ্ধনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দ্রৌপদীর অঙ্গের গন্ধ কমলের মত—তাহা আবার যোজন-ব্যাপী। রাজগণ সেই সৌরভে বিমোহিত হইলেন। কে জানে কোন্ ভাগ্যবান্ এমন সুন্দরী রমণীর স্বামী হইবেন!

কৃষ্ণা সভাস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র বাদ্য বাজনা সমুদয় থামিয়া গেল। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"এই ধনু ও পাঁচটি বাণ দ্বারা যিনি লক্ষ্য বিঁধিতে পারিবেন, তিনিই আমার ভগ্নী দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন।"

ধৃষ্টদ্যুম্নের কথা শেষ হইবামাত্র একে একে রাজগণ ধনুর নিকট আসিতে লাগিলেন। সে সুবৃহৎ লৌহধনু অনেকে হেলাইতে না পারিয়া লজ্জায় অবনত মুখে প্রস্থান করিলেন। দুর্য্যোধনের জন্য ভীষ্ম বাণ ছুঁড়িতে আসিতেছিলেন, কিন্তু তিনি অমঙ্গলসূচক ক্লীব শিখণ্ডীকে দেখিয়া আর তীর ছাড়িলেন না। ভীষ্মের পর দ্রোণ আসিলেন; কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না। একে একে সকলের হার হইতেছে দেখিয়া কর্ণ আসিয়া ধনুকে গুণ ও তীর যোজনা করিয়া লক্ষ্য বিঁধিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তীর

ছুঁড়িলেন! কিন্তু একি লক্ষ্য ত বিদ্ধ হইল না! বরং তীর চূর্ণ হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

কর্ণের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই আর লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন না। সভাস্থল একেবারে নিস্তব্ধ। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন,—

"বিপ্র হোক ক্ষত্র হোক বৈশ্য শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি॥
লভিবে দ্রৌপদী সেই দৃঢ় মোর পণ।"

এইরূপ আহ্বানে অর্জ্জুন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি এইবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য বিঁধিতে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে একদল খুব আনন্দিত হইলেন। অপর একদল বলিলেন, 'ঠাকুর—ব্রাহ্মণ হইয়া ও কাজে আর যাইও না। চুপ্ করিয়া বসিয়া থাক।' যুধিষ্ঠিরের দিকে অর্জ্জুন চাহিবামাত্র তিনি ইঙ্গিতে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণেরা অনেকেই প্রসন্ন-চিত্তে তাঁহাকে লক্ষ্য বিঁধিবার অনুমতি দিলেন। এ দিকে অর্জ্জুনের এইরূপ সাহসিকতা দেখিয়া রাজাদের মধ্যে বেশ একটু হাস্য পরিহাস চলিতে লাগিল। কেহ বলিলেন, 'মেয়ে দেখিয়া লোকটা পাগল হইয়াছে'। কেহ বলিলেন, 'নির্লজ্জ ব্রাহ্মণটা নাকাল হয় দেখ।' যাঁহারা ধীর, স্থির,

বিজ্ঞ ও বিবেচক তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, “অমন কথা বলিও না। ইনি কথনই সামান্য মনুষ্য নহেন।

“দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্ম-পত্র যুগ্ম-নেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধর রাতুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগ্মবর জানু সুবলিত॥
বুক পাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
লম্বিত অলকে শোভে মুখ কমলিনী॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য ঢাকিয়াছে মেঘে।
অগ্নি অংশু যেন পাংশু আচ্ছাদিত নাগে॥
লয় মনে এই জনে বিঁধিবেক লক্ষ্য।”

অর্জ্জুন ধীরপদে লক্ষ্য বিঁধিবার স্থানে গমন করিয়া ধনুকখানি হাতে লইলেন এবং ধনুকে গুণ দিয়া দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুদেব, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি সকলকে প্রণাম

অর্জ্জুন] অর্জ্জুন···লক্ষ্য স্থির করিয়া তীর ছুঁড়িলেন [৩৭ পৃষ্ঠা
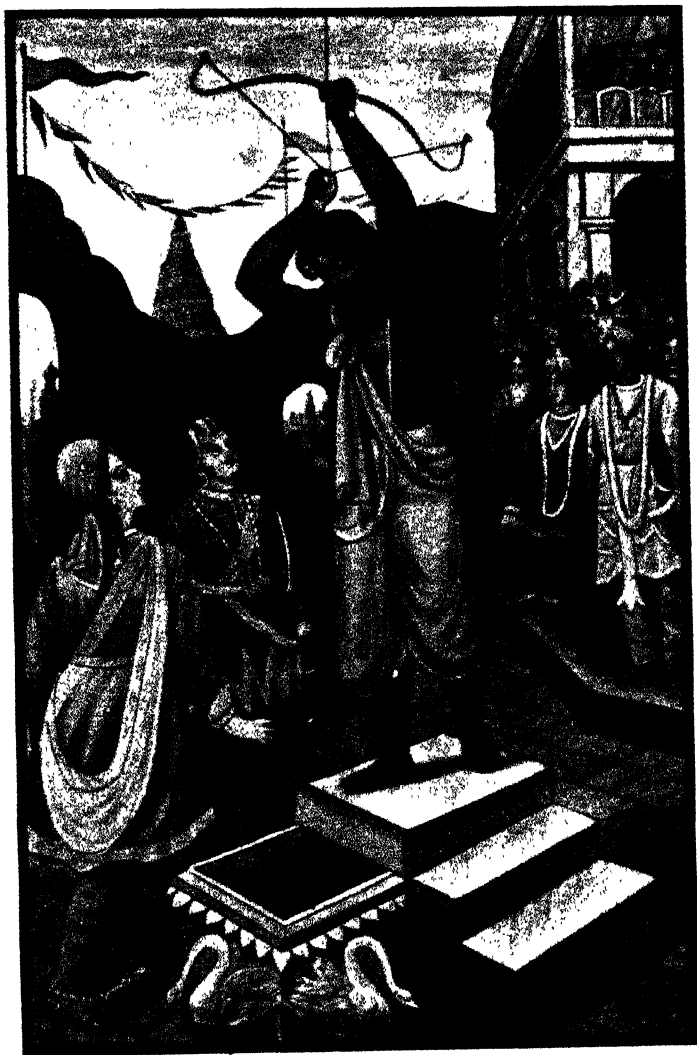
করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি বিঁধিতে হইবে বলুন ?" ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন,—

"এই দেখহ জলেতে।
চক্রছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে॥
কনকের মৎস্য তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য-চক্ষু ছেদিবেক যেই জন॥
সে নিবেক মোর ভগ্নী দ্রুপদদুহিতা।"

অর্জ্জুন এই কথা শুনিবামাত্রই চক্ষের নিমেষ মধ্যে লক্ষ্য স্থির করিয়া তীর ছুঁড়িলেন। পলক মধ্যে লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সকলে অবাক্। আকাশ হইতে দেবতাগণ পুষ্প বৃষ্টি করিলেন। ব্রাহ্মণগণ সভা মধ্যে 'জয় জয়, বিন্ধিল বিন্ধিল' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এক সঙ্গে শত শত ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। চারিদিকের এই আনন্দ ধ্বনির মধ্যে দ্রৌপদী হাসিমুখে হস্তে দধিপাত্র ও মালা লইয়া ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে গমন করিলেন।

রাজারা ত ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা। তাঁহারা থাকিতে কি না একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবে ? এ হইতেই পারে না! সাজ সাজ শব্দে সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন—তাঁহারা অর্জ্জুনকে বীর দর্পে ঘিরিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, দ্রৌপদীকে মালা দিতে বারণ করিয়া

রাজগণের সম্মুখীন হইলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। প্রলয় কালে সাগর উথলিয়া উঠিলে যেমন শব্দ হয় তেমনি ভীষণ শব্দে রাজাদের সহিত অর্জ্জুনের বাণযুদ্ধ চলিয়াছিল.—কর্ণও যুদ্ধ করিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু অবশেষে সকলেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সকলে মিলিয়া অর্জ্জুনের সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজগণের লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছিল।

এই যুদ্ধগোলযোগের ভিতরে পঞ্চপাণ্ডবেরা প্রফুল্ল-চিত্তে দ্রৌপদীর সহিত সেই কুমারের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জননী কুন্তীদেবী পাণ্ডবদের বিলম্ব দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। তাহাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে টুপ্ টাপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন সময়ে ভীম আর অর্জ্জুন দুই ভাই কুটীরের নিকট আসিয়া বাহির হইতেই আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন 'মা, আজ ভিক্ষায় বড় একটা সুন্দর জিনিষ পাইয়াছি।' কুন্তীদেবী প্রফুল্লমনে কুটীরের ভিতর হইতে বলিলেন,—"পাঁচ ভাই ভাগ করিয়া লও।"

কিন্তু বাহিরে আসিয়া যখন দ্রৌপদীকে দেখিলেন তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন কি ভুল করিয়াছেন। এখন উপায় কি? মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনে মহাপাপ। মায়ের কথা

কি হেলা করা যায়? কাজেই মাতৃ আজ্ঞায় পাঁচ ভাইই দ্রৌপদীকে বিবাহ করা স্থির করিলেন। সন্তানদের জননীর প্রতি এইরূপ ভক্তি দেখিয়া মায়ের মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল—তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তোমরা সুখী হও।"

এদিকে দ্রুপদরাজা ভয়ানক চিন্তিত! দ্রৌপদী কাহার হাতে পড়িলেন তাহা জানিবার জন্য তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। কাজেই ধৃষ্টদ্যুম্ন গোপনে পঞ্চপাণ্ডবের অনুসরণ করিয়া সমুদয় দেখিয়া পিতাকে বলিলেন, "বাবা! আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আপনাব বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। কৃষ্ণা যে সে লোকের হাতে পড়ে নাই। আমার বিশ্বাস, ইহারাই পঞ্চপাণ্ডব। আর যিনি লক্ষ্য বিঁধিয়াছেন তিনি স্বয়ং অর্জ্জুন।" দ্রুপদরাজা এ সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি পরদিন বহু যান ধন-রত্ন ও সাজ সজ্জা পাঠাইয়া সেই কুমারের বাড়ী হইতে পঞ্চপাণ্ডবসহ দ্রৌপদী ও কুন্তীদেবীকে রাজবাটীতে আনয়ন করিলেন। যথা-সময়ে মাতৃ আদেশানুসারে পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ খুব ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। অনেকেই এইরূপ অদ্ভুত বিবাহে আপত্তি তুলিয়াছিলেন—সকলেরই ইচ্ছা ছিল অর্জ্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধিয়াছেন তখন অর্জ্জুনের সহিতই কৃষ্ণার বিবাহ হয়। কিন্তু অর্জ্জুন বলিলেন,

"আমরা কখনও মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না।" কাজেই সকলে নীরব রহিলেন।

প্রতিজ্ঞা পালন

ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন যখন শুনিলেন পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন এবং অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধিয়া দ্রৌপদীকে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর তাঁহাদের ক্রোধ ও হিংসার অবধি রহিল না। পুরোচনের উপর যে কত রাগ হইল সকলে মিলিয়া তাঁহার যে কত গ্লানি করিলেন তাহার সীমা নাই—তবু ভাল বেচারা মরিয়া গিয়াছিল—নতুবা তাহার না জানি কি দুর্দ্দশাই ঘটিত। এখন কি ব্যবস্থা করা যায় সেজন্য ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শকুনি, বিদুর প্রভৃতিকে ডাকিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের ইচ্ছা, ছলে-বলে-কৌশলে যে কোনরূপে কূট-চক্র অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদের বধ করেন। কর্ণের ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেন। সকলের মতামত শুনিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর বলিলেন—'মহারাজ, পাণ্ডবদের সহিত কলহ করা ঠিক্ নয়, তাহাদিগকে অর্দ্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করুন, তাহা হইলেই

মঙ্গল।' তাঁহাদের এ কথা দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির মনোমত হইল না; তাঁহারা হৈ চৈ করিয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র কি করিবেন, কিছুই ঠিক্ করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বিদুরের কিন্তু ইহা ভাল লাগিল না, তিনি বলিলেন,—"এ সব গোঁয়াড়ের পরামর্শ শুনিবেন না, তাহা হইলে আপনার বিপদ ঘটিবে—সর্ব্বনাশ হইবে। আমরা যাহা বলিলাম আপনি তাহাই করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র কি করেন—অবশেষে তাঁহাদের মতেই মত দিলেন। বিদুর পাণ্ডবদিগকে আনিবার জন্য পাঞ্চাল দেশে গমন করিলেন। পাণ্ডবেরা দ্রুপদরাজার অনুমতি লইয়া কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত হস্তিনানগরে আসিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন 'বাবা যুধিষ্ঠির, আমার মনে হয় তোমাদের হস্তিনানগরে বাস করা সঙ্গত নহে—তাহা হইলে প্রায়ই দুর্য্যোধনের সহিত কলহ হইবে। অতএব খাণ্ডবপ্রস্থে যাইয়া রাজধানী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অর্দ্ধরাজ্য ভোগ কর।' পাণ্ডবেরা জননী কুন্তীদেবী ও পত্নী দ্রৌপদীর সহিত খাণ্ডব-প্রস্থে এক বিশাল নগর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দিন যায়। দৈবের নির্ব্বন্ধ। একদিন এক ব্রাহ্মণের গাভী চোরে লইয়া গিয়াছে—ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদের

নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'তোমাদের রাজ্যে বাস করিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইল! আমার গরু চোরে লইয়া গেল! এখন যেরূপে পার আমার গরু উদ্ধার করিয়া দাও।' ব্রাহ্মণের কথায় অর্জ্জুন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যেরূপে পারি আপনার গাভী উদ্ধার করিয়া দিব।' কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই শান্ত হইতেছেন না—তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছেন আর তাঁহার গণ্ড বাহিয়া তপ্ত-অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া দ্রুত অস্ত্র-গৃহের দিকে গমন করিলেন। সে গৃহে তখন যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। এ এক মহা সমস্যা। যদি অর্জ্জুন সে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় বাধা দেন তাহা হইলে নিয়মানুযায়ী তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে যাইয়া সন্ন্যাসী হইয়া থাকিতে হয়। আর এদিকে ব্রাহ্মণ কাঁদিতেছেন! অর্জ্জুন কি করিবেন হঠাৎ কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না! একদিকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস—অন্যদিকে পরোপকার ও রাজধর্ম্ম। একদিকে ক্লেশ অন্যদিকে পুণ্য। তিনি ভাবিলেন—

'ব্রাহ্মণের আঁখি জল যত ভূমে পড়ে।
অনিবার মহাপাপ মোর স্কন্ধে চড়ে॥'

এরূপ চিন্তা করিয়া তিনি অস্ত্রাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক

অস্ত্র লইয়া বাহির হইলেন। পরে চোরকে মারিয়া ব্রাহ্মণের গাভী আনিয়া দিলেন।

গৃহে ফিরিয়া অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিলেন—'দাদা, আপনি অনুমতি করুন, আমি বনবাসে যাই, আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি। আমি এখনি বনে যাইব।' যুধিষ্ঠির অনেক সান্ত্বনা দিলেন অনেক বুঝাইলেন—বলিলেন, 'ভাই অর্জ্জুন! তোমার ইহাতে কোন অভদ্রতা হয় নাই। আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—কাজেই তুমি ব্রাহ্মণের কাজের জন্য আমার ও দ্রৌপদীর সমক্ষে যাইতে পার। আমি বলিতেছি ইহাতে তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় নাই—ভাই! তুমি বনে যাইও না, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমার আদেশ পালন কর।' অর্জ্জুন ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'দাদা, আমি কপটতা ভালবাসি না, আপনি স্নেহভরে আমাকে এরূপ কথা বলিতেছেন! না না, আমি কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইব না!' এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুন বনে গমন করিলেন। জননী কিম্বা অন্য কাহারও নিষেধ বাক্য শুনিলেন না। কর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্ম-বীরের নিকট মায়ার বন্ধন অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইল! সকলে অর্জ্জুনকে বিদায় দিবার সময় না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বনে গমন করিলেন। তাঁহার এই মহত্বে রাজ্যের আবালবৃদ্ধ-বনিতা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

দেশ ভ্রমণ

বনবাসী অর্জ্জুন এখন জটাবল্কলধারী তপস্বী। বনে বনে ভ্রমণ তীর্থপর্য্যটন ইহাই তাঁহার কাজ। কখনও নৈমিষারণ্যে কখনও হরিদ্বারে কখনও পঞ্চবটীতে এইরূপ ভ্রমণ করিতেই তাঁহার দিন অতিবাহিত হয়। একদিন তিনি ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে অবগাহন করিতেছেন এমন সময়ে নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলুপী তাঁহাকে পাতাল পুরীতে লইয়া গেল। উলুপী অর্জ্জুনকে বিবাহ করিতে চাহিল—অর্জ্জুন কত বাধা বিঘ্ন তুলিলেন, কিন্তু নাগ কন্যার সহিত তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিয়া কিছুদিন সেখানে বাস করিবার পর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন।

আবার তিনি তীর্থপর্যাটন করিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে যত পুণ্য তীর্থ যত পবিত্র নদ নদী সে সকল দেখিয়া কলিঙ্গ দেশে আসিলেন। সেখানে মণিপুর নামক এক নগর ছিল। তথায় চিত্রভানু নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। চিত্রভানুর চিত্রাঙ্গদা নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল—অর্জ্জুন তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং নিজ পরিচয়

দিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। তিনি তিন বৎসর তথায় ছিলেন।

ইহার পর অর্জ্জুন দক্ষিণ সাগরের দিকে চলিলেন। সেখানে গঙ্গার ধারে পাঁচটী তীর্থ দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য সেখানে লোকজন কেহই নাই। ইহাতে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া সেখানকার লোকদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এমন সুন্দর স্থানে লোকজন নাই কেন?' তাহাতে মুনিগণ বলিলেন—

'পুণ্যতীর্থ গণি।
কুম্ভীরের ভয়ে কেহ না পরশে পাণি॥'

তাঁহারা অর্জ্জুনকে তথায় স্নান করিতে যাইতে নিষেধ করিলেন। অর্জ্জুন তাহা শুনিলেন না। তিনি স্নান করিতে চলিলেন। পঞ্চতীর্থের একটীর মধ্যে যেমন তিনি স্নান করিতে নামিয়াছেন অমনি একটা প্রকাণ্ড কুমীর আসিয়া তাঁহার পা কামড়াইয়া ধরিল। যেমন ধরা— অমনি অর্জ্জুন তাহাকে টানিয়া তীরে তুলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কুমীর কোথায়? সে এক পরমা সুন্দরী কন্যা। অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কে?'

কন্যা বলিল,—"আমি একজন অপ্সরা। আমার নাম বর্গা। সৌরভেয়ী, সমীচি, বুদ্বুদা আর লতা নামে আমার

চারিটী সখী আছে। আমরা একদিন কুবেরের সভায় নৃত্য গীত করিতে যাইতেছিলাম, পথে এক ব্রাহ্মণের সহিত আমাদের দেখা হয়, আমরা সেই ব্রাহ্মণকে অমান্য করি সেই অপরাধে তিনি আমাদিগকে শাপ দিয়া কুমীর করিয়া দেন। অনেক কাকুতি মিনতি করিলে পর তিনি বলেন যে যদি কেহ আমাদিগকে জল হইতে টানিয়া তীরে তুলিতে পারে তাহা হইলেই আমরা মুক্ত হইব। এজন্য আমরা মানুষকে জলে নামিতে দেখিলেই তাহাকে টানিয়া লইয়া যাই,—কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই আমাদিগকে টানিয়া উপরে তুলিতে পারে নাই। আজ আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, মিনতি কবিতেছি এইরূপ ভাবে আমার চারি সখীকেও উদ্ধার করুন।" অর্জ্জুন অপ্সরার কথানুসারে অন্য চারি তীর্থে যাইয়া তাহাদিগকে উদ্ধাব করিলেন। তাহারা সকলে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

তারপর অর্জ্জুন আরও অনেক তীর্থাদি দেখিয়া শেষে প্রভাসে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভাস তীর্থ শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যসীমার মধ্যে অবস্থিত। অর্জ্জুন প্রভাসে আসিয়াছেন জানিয়া তাঁহার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ তথায় আসিয়া খুব সমাদর করিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন।

কৃষ্ণবলরামের সুভদ্রা নামে এক ভগ্নী ছিল। ভদ্রা

দেখিতে যেমন সুন্দরী আবার তেমনি গুণবতী। রূপে গুণে সব বিষয়ে সুভদ্রার মত কন্যা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, মনে মনে তাঁহাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু কথাটা আর মুখ ফুটিয়া বলিলেন না। মুখ ফুটিয়া বলিলেন না বটে কিন্তু চতুর শ্রীকৃষ্ণের উহা বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি যেমন সুভদ্রাকে স্নেহ করিতেন তেমন অর্জ্জুনকেও ভালবাসিতেন—যদি অর্জ্জুনের মত বীরের সহিত ভদ্রার বিবাহ হয় সেত অতি আনন্দের কথা! এদিকে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে সুভদ্রাদানের জন্য হস্তিনায় দূত পাঠাইয়াছেন। এখন কি রকমে অর্জ্জুনের সহিত ভদ্রার বিবাহ হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণ সে উপায় ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিবিধ প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাওয়াও একটী। এই বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ব-বিবাহ। ইহাতে বর কেমন বীরপুরুষ তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই উপায় অবলম্বন করিতে বলিলেন। কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুন এইরূপ পরামর্শ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে দূত দ্বারা সমুদয় অবস্থা জানাইলেন। যুধিষ্ঠির প্রতিউত্তরে তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পাইয়া অর্জ্জুন সুভদ্রা-হরণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

একদিন সুভদ্রা স্নানাদির পর দিব্যালঙ্কারে ও দিব্য-বসনে সুসজ্জিত হইয়া রৈবতক পর্ব্বতে গিয়াছেন—অর্জ্জুন দেখিলেন এ অতি উত্তম সুযোগ। তিনি এ সুযোগে কৃষ্ণের অনুমতি লইয়া তাঁহার বর্ম্ম চর্ম্ম ও অস্ত্র শস্ত্র সমেত কৃষ্ণের রথে আরোহণ করিয়া সুভদ্রার অনুসরণ করিলেন। ওদিকে সুভদ্রা যেমন পূজা ইত্যাদি শেষ করিয়া রৈবতক পর্ব্বত প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সখীগণের সহিত দ্বারকার দিকে ফিরিতেছেন, অমনি অর্জ্জুন তাঁহাকে সহসা রথে তুলিয়া লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থের দিকে পলায়নপর হইলেন। ভদ্রার সঙ্গিনীগণ ত কাণ্ড দেখিয়া অবাক্! তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল "সর্ব্বনাশ! হইল, অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন।" যাদববীরগণ এ সংবাদ শুনিয়া অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহারা সকলে বলদেবের নিকট গেলেন। বলরাম যাদবসৈন্য সঙ্গে করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন। একদিকে অর্জ্জুন অন্য দিকে যাদবগণের নেতা হইয়া বলদেব যুদ্ধ করিতেছেন। কৃষ্ণ দেখিলেন মহা বিপদ উপস্থিত। অর্জ্জুনও বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, যাদবেরাও দ্বিগুণ উৎসাহে তীর ছুঁড়িতেছেন—এমন সময়ে কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হইয়া যাদবদিগকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন "তোমরা বৃথা অসন্তুষ্ট হইয়াছ, বৃথা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অর্জ্জুন আমাদের কুলের অপমান করেন

অর্জ্জুন] সুভদ্রা স্বয়ংই রথ চালাইতেছেন [৪৯ পৃষ্ঠা।

নাই, বরং তিনি সম্মানই রক্ষা করিয়াছেন। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন। স্বয়ম্বরের ফলাফল অনিশ্চিত জানিয়া তিনি বীরোচিত কাজ করিয়াছেন,—আর অর্জ্জুন সামান্য বীর নহেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধে তোমরা পারিবে না, যদি অর্জ্জুন তোমাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ভদ্রাকে লইয়া যান তাহা হইলে ঘোর অপমান। আর দেখ হতভাগিনী ভদ্রাই অর্জ্জুনের রথের অশ্বচালনা করিতেছে। এস্থলে এ কন্যাকে তোমরা আর কাহাকে দান করিতে চাও? অতএব আমার বিবেচনায় শিষ্ট ব্যবহার করিয়া সত্বর অর্জ্জুনকে ফিরাইয়া আন, এবং সমাদরের সহিত তাঁহার সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ দাও।"

কৃষ্ণের কথায় যাদবদের ক্রোধের উপশম হইল। তাঁহারা নিজেদের ত্রুটি বুঝিতে পারিলেন। যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সকলে অর্জ্জুনকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

সারথি দারুক পাছে রথ দ্বারকার দিকে চালনা করে এজন্য অর্জ্জুন তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সুভদ্রা স্বয়ংই রথ চালাইতেছেন। ভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের নিকট অশ্বচালনা কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবর্ণিত আদর্শপুরুষ অর্জ্জুনের শৌর্য্যে ও বীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্বামীর

বিপদ দেখিয়া নিজেই রথচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন সুভদ্রার এইরূপ সাহসিকতা দেখিয়া বুঝিলেন বীরের উপযুক্ত বীরাঙ্গনাই যুটিয়াছে।

কিন্তু তাঁহাদিগকে আর যুদ্ধ করিতে হইল না। যাদবেরা কৃষ্ণবাক্যে সানুনয়ে অর্জ্জুন ও সুভদ্রাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া দ্বারকায় লইয়া আসিলেন। তাঁহাদের যথারীতি বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর অর্জ্জুন এক বৎসর তথায় অতিবাহিত করিলেন।

বনবাসের নিরূপিত দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন। সকলে নব বধূকে বরণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। সুভদ্রা ও অর্জ্জুনের নিরাপদে পৌঁছিবার সংবাদ দ্বারকায় পৌঁছিলে, সেখান হইতে বলদেব, কৃষ্ণ, সাত্যকি প্রভৃতি যাদবগণ বহু সৈন্যদলে পরিবৃত হইয়া বহুল যৌতুক সহকারে খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন।

খাণ্ডব দাহন

একদিন গ্রীষ্মকালে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ যমুনার তীরে একটী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া বিবিধ বিষয়ের আলোচনা

করিতেছেন, এমন সময়ে সেখানে একজন দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল গায়ের রঙ, মাথায় পিঙ্গল জটা, পরিধানে বল্কল।

তিনি কৃষ্ণার্জ্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষুধার্ত্ত, আমার ক্ষুধা তোমরা নিবারণ কর।" অর্জ্জুন কহিলেন—'আপনি কি আহার করিতে ইচ্ছা করেন বলুন।' ব্রাহ্মণ ইহাতে আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"আমি অগ্নি। আমি অন্ন ভোজন করি না। আমার খাণ্ডব বনটা খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, অনেক দিন হইতেই আমার এই ইচ্ছা কিন্তু ইন্দ্রের জন্য আমার বাসনা পূর্ণ হয় না। সেখানে তাঁর বন্ধু তক্ষক নাগ বাস করে, কাজেই যখনই আমি ঐ বনটাকে খাইতে যাই, তখনই ইন্দ্র বৃষ্টি করিয়া আমার সাধে বাদ সাধেন। সেজন্য আমি আপনাদের অনুগ্রহপ্রার্থী। বনের জন্তুগুলি যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে আপনারা সে ব্যবস্থা করিবেন; আর ইন্দ্রও যাহাতে বৃষ্টি করিতে না পারেন—সে ব্যবস্থাও করিতে হইবে। অস্ত্র শস্ত্র লইয়া এখনি আমার সঙ্গে আসুন।"

অর্জ্জুন বলিলেন—"ঠাকুর আমি আপনাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত আছি। কিন্তু আমার তেমন ধনু কিংবা রথ নাই, শ্রীকৃষ্ণেরও তাহা নাই, কাজেই এ সকল জিনিষ না পাইলে আমি কিছুই করিতে পারিব না।'

অগ্নি তৎক্ষণাৎ সখা বরুণের নিকট হইতে গাণ্ডীব নামক ধনুক, অক্ষয় তূণ এবং কপিধ্বজ নামক রথ আনিয়া অর্জ্জুনকে দিলেন। কৃষ্ণকে সুদর্শন নামে চক্র এবং কৌমুদকী নামক একটী গদা দিলেন। অস্ত্র পাইয়া অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন— আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে যাইয়া খাণ্ডব বনকে দাহন করুন, আমরা আপনার সাহায্য করিব।”

দেখিতে দেখিতে খাণ্ডববন জ্বলিয়া উঠিল। আগুনের শিখা গগন স্পর্শ করিল। ভীষণ শব্দে গাছপালা জ্বলিয়া জ্বলিয়া পড়িতে লাগিল। জীবজন্তু সকল চীৎকার করিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রদ্বারা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন, আর একটী প্রাণীও পলাইতে পারিল না। অর্জ্জুন রথে চড়িয়া অরণ্যের ইতস্ততঃ প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নির সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঘন কাল মেঘের সৃষ্টি করিয়া অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন বাণদ্বারা মেঘ উড়াইয়া দিলেন! ইন্দ্র পরাজিত হইলেন। খাণ্ডববনবাসী দানব, রাক্ষস, নাগ, হস্তী, সিংহ সকলেই ক্রমে অগ্নির ভীষণ গ্রাসে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তক্ষক নাগ নিরুপায় হইয়া অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলে অর্জ্জুন পুত্রসহ তাহার প্রাণরক্ষা করিলেন, অগ্নিও তাহাদের প্রাণদান দিতে সম্মত হইলেন।

এই ভীষণ খাণ্ডবদাহে কেবলমাত্র অশ্বসেন (তক্ষকের পুত্র) ময়দানব এবং চারিটী বকের ছানার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল। অগ্নিদেব পঞ্চদশ দিন প্রজ্বলিত থাকিয়া প্রচুর পরিমাণে জীবজন্তু ও বন জঙ্গল ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধার তৃপ্তি করিলেন।

ইন্দ্রও কৃষ্ণার্জ্জুনের বীরত্বে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে বর দিলেন যে যথাকালে স্মরণ মাত্র অর্জ্জুন দেবরাজের যাবতীয় দিব্য অস্ত্র প্রাপ্ত হইবেন। কৃষ্ণ বর চাহিলেন যে অর্জ্জুনের সহিত যেন তাঁহার বন্ধুত্বের কখনও বিচ্ছেদ না হয়,—ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া বর দিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

অগ্নি ও ইন্দ্র চলিয়া গেলে ময়দানব তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন 'অগ্নি হইতে আপনি আমায় পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন আমি আপনার কি উপকার করিব।'

অর্জ্জুন বলিলেন—'তোমার জীবনরক্ষা করিতে পারিয়াছি, এবং তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছ ইহাতেই আমি আনন্দিত, আমার আর কোন উপকার করিতে হইবে না।' কিন্তু ময়দানব উহাতে সন্তুষ্ট হইল না—সে বলিল আপনার কোন কার্য্য না করিলে আমার অধর্ম্ম হইবে। তাহাতে অর্জ্জুন বলিলেন 'তবে শ্রীকৃষ্ণ যাহা

বলেন—তদনুযায়ী কোনও কার্য্য করিয়া দাও।' ময়দানব কৃষ্ণের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন—'তুমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য একটী সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দাও, এমন সভা নির্ম্মাণ করিবে ত্রিলোকের সকলের চেয়ে যেন উহা শ্রেষ্ঠ হয়।'

চৌদ্দমাস অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া ময়দানব স্ফটিকময় সোপানবিশিষ্ট ও মণি-মাণিক্যখচিত এক অপূর্ব্ব সভা-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। আর ভীমকে একটী সোণার গদা ও অর্জ্জুনকে দেবদত্ত নামে একটী বিশাল শঙ্খ উপহার দিলেন। শুভক্ষণে পাণ্ডবেরা সভা-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রাজসূয়

দুঃখের পর সুখ, ইহাই জগতের রীতি। পাণ্ডবেরা এখন মনের আনন্দে রাজ্যসুখ ভোগ করিতেছেন। আনন্দ-উল্লাসে দিন যায়। একদিন পাণ্ডব রাজসভায় মহর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ দেবর্ষি। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সর্ব্বস্থানেই তাঁহার অবাধ গতি। তিনি খাণ্ডব-প্রস্থে পাণ্ডবদের রাজৈশ্বর্য্য ও রাজ্যশাসনকৌশল দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন—এবং বিচিত্র সভাগৃহ দেখিয়া

যুধিষ্ঠিরকে 'রাজসূয়' যজ্ঞ করিবার জন্য আদেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবেরা তাঁহাদের পরমহিতৈষী বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ভীষণ উৎসাহে চারিদিকের রাজাদিগকে পরাজিত করিবার জন্য রণসাজে বাহির হইলেন। চারি ভাই একে একে কোশল, কাশী, মৎস্য, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, প্রভৃতি বহুদেশ জয় করিয়া নিরাপদে খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করিলেন। শুভদিনে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। নানা দেশের রাজগণ উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট্ স্বীকার করিয়া কর দিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, শকুনি প্রভৃতিও যজ্ঞে আসিয়াছিলেন। এ যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবদের অতুল ঐশ্বর্য্য, জাঁকজমকের সভাগৃহ ইত্যাদি দেখিয়া দুর্য্যোধনের মনে প্রবল হিংসার আগুন জ্বলিয়াছিল।

ভীষ্মের অনুমতি অনুসারে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে রাজাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিবেচনায় তাঁহাকেই প্রধান ও প্রথম অর্ঘ্য দিয়াছিলেন।

অক্ষক্রীড়া

এদিকে দুর্য্যোধন হস্তিনানগরে ফিরিয়া আসিয়া একেবারে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। যাহাদিগকে বধ করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, আজ কি না তাঁহারা তাঁহার সেই চেষ্টা, সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া পৃথিবীর সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এ কি কম লজ্জা ও কম ঘৃণার কথা! সর্ব্বদা পাণ্ডবদের অনিষ্ট চিন্তা করিতে করিতে দুর্য্যোধন দিন দিন কৃশ ও বিবর্ণ হইতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন হইয়া পুত্রকে ডাকিলেন। তাঁহার মনের দুঃখের বিষয় জ্ঞাত হইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই দুর্য্যোধনের অভিমান বা হিংসা কমিল না।

দুর্য্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের কথোপকথনের সময় দুর্য্যোধনের পরামর্শদাতা কূটবুদ্ধি শকুনি তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি সুযোগ বুঝিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন 'মহারাজ, দুর্য্যোধনেব মানসিক ক্লেশ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দেখুন, আমি পাশা খেলায় অত্যন্ত নিপুণ, আমার সমকক্ষ পাশা খেলোয়াড় পৃথিবীতে নাই। যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়াপ্রিয়, কিন্তু ভাল খেলিতে জানে না। যদি তাহাকে আমরা খেলার

জন্য নিমন্ত্রণ করি, তবে সে কখনই আমাদের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিবে না, কারণ উহা ক্ষত্রিয়ের বিধি নহে। খেলিতে আসিলে আমি খেলার কৌশলে বাজি ধরিয়া তাহার সমস্ত রাজ্যধন কাড়িয়া লইতে পারিব।'

কথাটা ধৃতরাষ্ট্রের ভাল লাগিল না। তিনি পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করিলেন, কিন্তু কোন ফলই ফলিল না। দুর্য্যোধন পুনঃ পুনঃ অন্ধরাজকে শকুনির প্রস্তাবে সম্মত হইতে বলিলেন। শেষে পুত্রস্নেহে বশীভূত রাজা দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রস্তাবে রাজি হইলেন।

পাণ্ডবদিগকে পাশা খেলার নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বিদুর প্রেরিত হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় সহজে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত, তিনি যখন খেলার জন্য আহ্বান করিয়াছেন তখন না গেলে অন্যায় হয়, কাজেই তিনি পরদিন ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী ও দ্রৌপদীকে লইয়া হস্তিনায় আসিলেন।

যথাসময়ে বাজি রাখিয়া খেলা আরম্ভ হইল। যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা দেখিবার জন্য সভায় অনেক রাজা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সাধারণ লোক উপস্থিত হইয়াছিল। পঞ্চপাণ্ডব সভার মধ্যস্থলে বসিলেন আর তাঁহাদের নিকটে শকুনি দুর্য্যোধনের প্রতিনিধিরূপে খেলিতে লাগিলেন। একজনের হইয়া আর একজনের খেলা করা অন্যায়, কিন্তু

দুর্য্যোধন যখন পণের জিনিষ সব দিতে প্রস্তুত হইলেন তখন আর কোন আপত্তি রহিল না। সভায় ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন।

খেলা আরম্ভ হইল। যুধিষ্ঠির কেবলই হারিতে লাগিলেন। তিনি যখন যে বাজি ধরেন তৎক্ষণাৎ শকুনি পাশা ফেলিয়া বলেন 'এই দেখুন জিতিলাম'। তাহার কৌশল কেহই ধরিতে পারিলেন না। এইরূপে খেলিতে খেলিতে যুধিষ্ঠির একে একে রথ, গজ, অশ্ব, দাস, দাসী, রজত-কাঞ্চন, মাণিক্য সকল হারাইলেন। খেলিতে খেলিতে তাঁহার এমনই জেদ্ বাড়িয়া গেল যে তিনি রাজ্য, ধন, সকল হারাইয়া অবশেষে তাঁহার সমুদয় যোদ্ধৃগণকে এমন কি অবশেষে ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ এবং নিজেকে পণ স্বরূপ অর্পণ করিয়া সকলে মিলিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার চেতনা হইল না, শকুনির বাক্যে উত্তেজিত হইয়া জ্ঞান-বুদ্ধিহারা যুধিষ্ঠির লক্ষ্মীরূপিণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন। তাঁহার এই পণের কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে শিহরিয়া উঠিল, ক্রোধে ভীমের অধর যুগল স্ফূরিত হইল, কিন্তু ভ্রাতৃবৎসল কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ কেহই কোন কথা বলিলেন না। সকলে নীরব।

হায়! হায়! এমনই অদৃষ্ট যে এই বারও যুধিষ্ঠির হারিলেন। সভাস্থলে দুর্য্যোধনের দল আনন্দে চীৎকার

করিয়া উঠিলেন। দুর্য্যোধনের আদেশে দুঃশাসন কর্ত্তৃক দ্রৌপদী সভায় আনীতা হইলেন। অদৃষ্টের কি পরিহাস, পঞ্চপাণ্ডবের বধূ আজ রাজসভায় দাসীরূপে লাঞ্ছিতা! দুর্য্যোধনের বন্ধু কর্ণ আনন্দে অধীর হইয়া দুর্য্যোধনের ভাই দুঃশাসনকে বলিলেন—"দুঃশাসন, তুমি পাণ্ডবদের গাত্র বস্ত্র কাড়িয়া লও।" দুঃশাসন তৎক্ষণাৎ পাণ্ডবদের বস্ত্র কাড়িয়া লইল!

দ্রৌপদী দেবীকে দুর্যোধন ও দুঃশাসন এখন করায়ত্ত ভাবিয়া নানা প্রকার শ্লেষবাক্যে অপমানিত করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী করযোড়ে নিজ মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সভাস্থ সকলের নিকট কত মিনতি করিলেন কিন্তু কেহই তাহা শুনিলেন না! কেবল দুর্য্যোধনের ছোট ভাই বিকর্ণ এই অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। উপস্থিত রাজগণ সকলে বিকর্ণের বাক্যে সাহস পাইয়া দুঃশাসনের নিন্দা করিতে লাগিলেন।

ভীম সভামধ্যে ক্রোধে কাঁপিতেছিলেন। দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের এইরূপ দুর্ব্যবহারে তিনি ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া পরুষকণ্ঠে সভার সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"তোমরা শোন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে যুদ্ধে আমি এই অপমানের প্রতিশোধ লইব, রণক্ষেত্রে আমি দুঃশাসনের বুক চিরিয়া তাহার রক্ত পান করিব, আর গদাঘাতে

দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিব।' এ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।

দ্রৌপদী কাঁদিতেছিলেন,—তাঁহার কোনদিকে লক্ষ্য ছিল না, তিনি উদ্ধদিকে চাহিয়া শুধু লজ্জা-নিবারণ শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতেছিলেন—দয়াময় জগদীশ্বর তাঁহার মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া দিলেন।

রাজগণের উক্তি শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র এতক্ষণে বুঝিলেন যে তিনি দুষ্ট শকুনির বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া কি সর্ব্বনাশ করিরাছেন! তখন তিনি পাণ্ডবদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিয়া দ্রৌপদীকে কহিলেন 'মা, তুমি আমার বধূগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বল তুমি কি বর চাও।' দ্রৌপদী বলিলেন—'যদি আপনার দয়া হইয়া থাকে তবে আমার স্বামীদিগকে মুক্তি দিন।'

ধৃতরাষ্ট্র 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদিগকে মুক্তি দিলেন। দ্রৌপদী আর কিছু চাহিলেন না। এক্ষণে যুধিষ্ঠির ধৃত রাষ্ট্রকে কহিলেন 'মহারাজ, আমরা আপনাদের অধীন, অতএব কি করিব আজ্ঞা করুন।'

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন 'বৎস তোমার মঙ্গল হউক। তোমরা সমস্ত পরাজিত রাজ্য ধন লইয়া সুখে রাজত্ব কর।'

পরাজিত ধন রত্ন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা স্বরাজ্যে যাত্রা করিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতির ইহা সহ্য হইল না। তাঁহারা

সকলে বলাবলি করিতে লাগিলেন 'এত কষ্টে রাজ্য ধনলাভ করিলাম পাণ্ডবেরা কি না তাহা আবার লইয়া যাইবে ?' আবার তাঁহারা সকলে মিলিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গেলেন এবং নানা ছলে কৌশলে তাঁহার মত ফিরাইয়া দিলেন। কাজেই বিদায়ের পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পুনরায় পাশা ক্রীড়া আরম্ভ হইল। এবার শকুনি খেলার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন 'মহারাজ, বৃদ্ধ রাজা আপনাদিগকে যাহা প্রত্যর্পণ করিয়াছেন আমরা তাহা আর চাহি না। এবার এই পণ হউক যে পক্ষের পরাজয় হইবে তাহাদের দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। অজ্ঞাতবাস জ্ঞাত হইলেই আবার তাহাদের দ্বাদশ বৎসর বনে যাইতে হইবে।'

এই পণ রাখিয়া খেলা হইল, কিন্তু এবারও পাণ্ডবেরা খেলায় হারিলেন। কাজেই পণের কথানুসারে ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবেরা জটা বল্কল পরিয়া দ্রৌপদী সহ পুনরায় বনে গমন করিলেন। ধন্য ভ্রাতৃভক্ত অর্জ্জুন। এত প্রতাপ এত ক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কার্য্যে দ্বিরুক্তি পর্য্যন্ত করিলেন না।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ পাণ্ডবদের ঐরূপ বেশ দেখিয়া কতই না ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ নীরবে সকল সহ্য করিলেন। কুন্তী বৃদ্ধা হইয়াছেন, বনবাসে

তাঁহার কষ্ট হইবে বলিয়া পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বিদুরের নিকট রাখিয়া গেলেন। জননীর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় পাণ্ডবেরা বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। পাণ্ডবদের বিদায় দিতে কুন্তীদেবীর যে কি কষ্ট হইল তাহা বর্ণনাতীত। পাপিষ্ঠ দুঃশাসন দ্রৌপদীকে সভাস্থলে আনিবার সময় তাঁহার কেশাকর্ষণ করায় তাঁহার মাথার বেণী খুলিয়া গিয়াছিল। সে বেণী তিনি আর বাঁধিলেন না—তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে দিন তাঁহার স্বামীরা এই অপমানের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিতে পারিবেন—সে দিনই তিনি বেণী বাঁধিবেন।

বনবাস

পাণ্ডবেরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে চলিয়া কাম্যকবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যদেব পাণ্ডবদের আহারাদির ক্লেশ হইবে বলিয়া এমন একখানা থাল উপহার দিয়াছিলেন যে উহা দ্রৌপদীর খাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিবিধ খাদ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকিত, কাজেই বিজন বন মধ্যেও তাঁহাদের অতিথি সেবা ব্রাহ্মণ সেবা ইত্যাদি করিতে কোন ক্লেশ হইত না। পাণ্ডবেরা যে কেবল এক বনে থাকিতেন তাহা নহে, তাঁহারা কখনও দ্বৈতবনে,

কখনও কাম্যকবনে এইরূপ ভাবে নানা অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। বনমধ্যে দ্রৌপদী ও ভীম অনবরত যুধিষ্ঠিরকে কৌরবদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেন। কিন্তু ধীর, স্থির ও ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির বিচলিত হইতেন না। বিশেষতঃ অত বড় শত্রুর বিরুদ্ধে উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় না করিয়া যদ্ধ করা সঙ্গত নহে বলিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা দিতেন।

একদিন পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে বসিয়া নিজেদের সুখদুঃখের বিষয় আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় তথায় ব্যাসদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "আমি তোমাকে 'প্রতিস্মৃতি' নামক বিদ্যা শিখাইতেছি, তুমি ইহা অর্জ্জুনকে শিখাইবে। এই বিদ্যা প্রভাবে সে মহাদেব, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের প্রভৃতি দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করিয়া অনায়াসে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসমূহ লাভ করিতে পারিবে।" ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বিদ্যা শিখাইয়া প্রস্থান করিলেন।

অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বিদ্যা শিখিয়া তৎক্ষণাৎ কবচ, গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ লইয়া তপস্যায় বাহির হইলেন।

অর্জ্জুন তপস্যার জন্য হিমালয় পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর দ্রুতপদে গন্ধ-মাদন, ইন্দ্রকীল প্রভৃতি পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কৈলাস গিরিতে উপস্থিত হইলেন। সেই দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে কিয়দ্দূর আরোহণ করামাত্রই কে

যেন শূন্য হইতে কহিলেন 'যেখানে আছ সেখানেই থাক, ইহার উপরে মানুষ আসিতে পারে না।' একথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সম্মুখে তরুতলে পিঙ্গল জটাধারী এক কৃশকায় তপস্বী আসিয়া দাঁড়াইলেন। তপস্বী বলিলেন 'কে তুমি এখানে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আসিয়াছ? তুমি কি জান না ইহা তাপসদের আশ্রম?' এখনি উহা ফেলিয়া দাও। কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ তৃতীয় পাণ্ডব তাঁহার কথায় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া সেই দীর্ঘাকার তপস্বী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

'বর মাগ ধনঞ্জয় আমি পুরন্দর।'

ফাল্গুনি ইন্দ্রকে সাক্ষাতে পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে কহিলেন, 'প্রভু! আমি আপনার নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতে আসিয়াছি, আপনি দয়া করিয়া আমাকে অস্ত্র শিক্ষা দিন্।' ইন্দ্র বলিলেন "বৎস, তোমার অস্ত্রের কি প্রয়োজন? মানুষ ইন্দ্রলোক প্রাপ্তির জন্য পৃথিবীতে তপস্যা ইত্যাদি করিয়া থাকে,—সেই ইন্দ্রলোক তুমি এখন অনায়াসেই লাভ করিতে পার। বল তুমি ইন্দ্রলোক-লাভের অভিলাষী কি না?"

ধনঞ্জয় ইন্দ্রের প্রলোভনে কর্ত্তব্য ভুলিলেন না—এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে আত্মসুখশান্তি ভোগের বাসনা হইল না। তিনি দৃঢ় চিত্তে কহিলেন "দেবরাজ, আমি

লোভের বশীভূত নহি, আমি ধন, ঐশ্বর্য্য, সুখ শান্তি কিছুই চাহি না। আত্মসুখভোগের জন্য, আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত আমি দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া এখানে আসি নাই। প্রভু! আমার ভ্রাতৃগণ মনের ক্লেশে অতি দুঃখে গভীর অরণ্যে কালযাপন করিতেছেন, আর আমি কি না ইন্দ্রলোকে স্বর্গ সুখ ভোগ করিব! সে অসম্ভব কথা দয়াময়! ভ্রাতৃগণ ত্যাগ করিয়া আমি ইন্দ্রত্বও চাহি না।”

ইন্দ্র তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই ইন্দ্রলোকের প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও ভ্রাতৃ-বাৎসল্য দেখিয়া আনন্দের সহিত কহিলেন ‘বৎস! তুমি তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট কর, তাহা হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।’

দেবরাজ চলিয়া গেলে অর্জ্জুন কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। সে কি ভীষণ তপস্যা! সে কি কঠোর সাধনা! তিনি প্রথমে অল্প আহারে, তারপর অনাহারে থাকিয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া চারি মাস অনবরত তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ কঠোর তপস্যার তেজপ্রভাবে পর্ব্বতবাসী গন্ধর্ব্ব, চারণ, সিদ্ধ ঋষি প্রভৃতি সকলে ব্যস্ত হইয়া যাইয়া মহাদেবের নিকট বলিলেন,

‘পর্ব্বত তাপিত দেব অর্জ্জুনের তপে।
আজ্ঞা কর আমরা রহিব কোন্ রূপে॥’

মহাদেব তাঁহাদিগকে বলিলেন 'তোমারা অর্জ্জুনের নিমিত্ত ভীত হইও না, আমি শীঘ্রই তাহাকে সন্তুষ্ট করিব।'

এইরূপে তপস্যার পঞ্চম মাস গেল। একদিন অর্জ্জুন দেখিলেন একটা শূকর তাঁহার দিকে বেগে দৌড়াইয়া আসিতেছে। ঐ বরাহের পশ্চাতে এক ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী ধনুর্ব্বাণ হস্তে উহাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। এদিকে অর্জ্জুন বরাহকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতে উদ্যত হইয়াছেন, আবার অপরদিকে কিরাতও উহাকে লক্ষ্য করিয়া ধনুক উত্তোলন করিয়াছে। অর্জ্জুনকে তীর ছুঁড়িতে উদ্যত দেখিয়া ব্যাধ কহিল, 'ওহে—ঠাকুর, তোমার একি অন্যায় আচরণ, আমি আগে শূকরকে লক্ষ্য করিয়া ধনুক তুলিয়াছিলাম—আমিই আগে নিশানা করিয়াছি, খবরদার তুমি আমার শূকর মারিও না।'

অর্জ্জুন সামান্য একটা ব্যাধের কথা গ্রাহ্যই করিলেন না, মুহূর্ত্তমধ্যে একটা তীর নিক্ষেপ করিয়া শূকরকে বধ করিয়া বলিলেন "ব্যাধ, শীঘ্র এস্থান হইতে প্রস্থান কর, নতুবা তোমার জীবন থাকিবে না!" ইহাতে কিরাত রাগিয়া বলিল —"এ বড় অন্যায়! তুমি কেন আমার শূকরকে মারিলে।

এ ভূমিতে মৃগয়ায় আমি অধিকারী॥
অনুচিত কৈলে আরো চাহ মারিবারে।
যত শক্তি আছে তব মার দেখি মোরে॥"

ঐ কথায় অর্জ্জুন অত্যন্ত রাগিয়া ব্যাধের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কিরাত তাঁহার প্রভাব অনায়াসে সহ্য করিল। তিনি যতই তীক্ষ্ণ বাণ ছাড়েন কিরাত তাহা অনায়াসে সহ্য করিয়া বলে, 'বেশ ত, মার না দেখি তোমার তূণে কত তীর আছে।' তাঁহার নিকট যত তীক্ষ্ণ অস্ত্র ছিল অর্জ্জুন একে একে সে সকল নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু সে সকলই ব্যর্থ হইল। হায়! একটা সামান্য কিরাতের হাতে পরাজয়, কি লজ্জা, কি ঘৃণার কথা! তখন তিনি নিরুপায় হইয়া গাণ্ডীব দিয়া কিরাতকে প্রহার করিতে গেলেন, কিরাত হাসিতে হাসিতে তাহা কাড়িয়া লইল। অর্জ্জুন খড়্গ লইয়া তাহার মাথায় আঘাত করিলেন, খড়্গ ভাঙ্গিয়া গেল! যখন তাঁহার নিকট আর কিছুই রহিল না, তখন তিনি কিরাতকে লক্ষ্য করিয়া গাছপালা, শিলা এ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সকলও ব্যর্থ হইল, 'পর্ব্বত উপরে যেন শিলা চূর্ণ হয়।' শেষটায় অর্জ্জুন একেবারে জ্ঞান-বুদ্ধি-হারা পাগলের মত হইয়া কিরাতের সহিত মল্ল-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিরাতের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিলেন না। কিরাত তাঁহাকে বক্ষে লইয়া এমন চাপিয়া ধরিল যে অর্জ্জুন একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

জ্ঞান লাভ করিয়া অর্জ্জুন তাঁহার আরাধ্য দেবতা

মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার পূজা আরম্ভ করিলেন। মৃত্তিকা দ্বারা একটি শিবলিঙ্গ গড়িয়া তাঁহার গলায় একটা ফুলের মালা পরাইলেন। কিন্তু একি! সেই ফুলের মালা কিনা তাঁহার তৈয়ারী শিবে না পড়িয়া ব্যাধের গলায় পড়িল! এই বিচিত্র ব্যাপার দেখিয়া অর্জ্জুনের চেতনা হইল। তিনি বুঝিলেন যে কিরাতের বেশে তাঁহার আরাধনার ধন স্বয়ং মহাদেব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন৷ তখন অর্জ্জুন কিরাতবেশী মহাদেবের চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন, "প্রভু! আমি না বুঝিয়া অপরাধ করিয়াছি আমায় ক্ষমা করুন।" মহাদেব অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ইত্যাদি ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, 'বৎস! আমি তোমার যুদ্ধোৎসাহ ও একনিষ্ঠতা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তুমি বর লও।'

অর্জ্জুন বলিলেন—"দয়াময়, আপনি আমাকে আপনার পাশুপত অস্ত্র প্রদান করুন।"

তখন মহাদেব অর্জ্জুনকে সেই অস্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি শিখাইয়া অস্ত্রদান করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি এ অস্ত্র কখনও মানুষের প্রতি প্রয়োগ করিও না।" মহাদেব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলে পর কুবের, যম, বরুণ প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণ আসিয়াও নানা অস্ত্র প্রদান করিয়া একে একে চলিয়া গেলেন।

অর্জ্জুন]　　কিন্তু একি ! মালা·· ব্যাধের গলায় পড়িল　　[৬৮ পৃষ্ঠা

তারপর ইন্দ্র তাঁহার সারথি মাতলীকে পাঠাইয়া অর্জ্জুনকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি দেবতাদের নিকট—বিবিধ অস্ত্র-কৌশল শিক্ষা করিলেন এবং ইন্দ্র তাঁহাকে বিবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অস্ত্র উপহার দিলেন। অর্জ্জুন নিবাতকবচ নামক একটা দৈত্যকে বধ করিয়া দেবতাদেরও উপকার করিয়াছিলেন। সে সময়ে চিত্রসেন নামক এক গন্ধর্ব্বের নিকট তিনি সঙ্গীত বিদ্যাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। স্বর্গে ইন্দ্রদেব অর্জ্জুনকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য একদিন নৃত্য গীতাদির ব্যবস্থা করিলেন। চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি বিদ্যাধরীগণ গীতবাদ্যনৃত্যে অর্জ্জুনকে প্রীত করিতে চেষ্টা পাইল। অর্জ্জুন নৃত্যগীতনিপুণা উর্ব্বশীর দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে উর্ব্বশী ভাবিলেন যে অর্জ্জুন তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এইরূপ মনে করিয়া উর্ব্বশী এক-দিবস রাত্রিতে উত্তম বেশভূষণে সজ্জিত হইয়া অর্জ্জুনের বাসস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

গভীর রাত্রি। অর্জ্জুন নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া জননী, পত্নী ও ভ্রাতাদের বিষয় এবং অদৃষ্টের শুভাশুভ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে নানালঙ্কার পরিশোভিতা উর্ব্বশী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার নিকট যাইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন—'দেবি! আপনি এই নিশীথরাত্রে কি জন্য এখানে আসিয়াছেন, আপনার কোন্ কার্য্য আমায় সম্পাদন করিতে হইবে বলুন, আমি এখনি তাহা সম্পন্ন করিয়া দিতেছি।"

উর্ব্বশী কহিলেন, "উৎসব সভায় তুমি নৃত্য-গীতপরায়ণা অন্যান্য অপ্সরাগণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমাকেই অনিমেষনয়নে অবলোকন করিয়াছিলে, আমি সে জন্যই তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর।"

অর্জ্জুন উর্ব্বশীর এই কথা শুনিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন এবং কর্ণদ্বয় হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া কহিলেন —"আপনি আমার পূজনীয়া, মাতৃতুল্যা। আপনি যাহা বলিলেন তাহা শ্রবণ করায় আমায় গুরুতর পাপস্পর্শ করিয়াছে। কেন আমি আপনাকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম তাহার কারণ শ্রবণ করুন। আপনাকে পৌরব-বংশের জননী জানিয়া প্রফুল্ল-নয়নে আমি মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিতেছিলাম। আপনি আমার গুরু অপেক্ষাও অধিক মান্যা, অতএব দেবি! আপনি আমার প্রতি অন্যায় বাসনা করিবেন না।'

অর্জ্জুনের এইরূপ ব্যবহারে উর্ব্বশী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—কম্পিত কলেবরে ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—

"পার্থ! তুমি আমায় অভিনন্দন করিলে না। অতএব তুমি পুরুষত্ববিহীন নর্ত্তক হইয়া স্ত্রীগণ মধ্যে ক্লীবের ন্যায় বিচরণ করিবে।" এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিয়া উর্ব্বশী চলিয়া গেলেন।

তখন সহসা মধুর রবে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। কি জানি কোথা হইতে মধুর সৌরভময় পারিজাত পুষ্প অর্জ্জুনের মস্তকে বর্ষিত হইল। পার্থ নয়ন মুদিত করিয়া অভিশাপের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময় কে ডাকিলেন—"অর্জ্জুন।" মহাবীর পার্থ নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে উপস্থিত। ইন্দ্র বলিলেন—"পার্থ, তুমি ইন্দ্রিয়জয়ে দেবতা ও ঋষিগণকেও পরাজিত করিয়াছ। তোমার জননী তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া ধন্যা হইয়াছেন। বৎস, উর্ব্বশী তোমাকে যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছে তাহা তোমার মঙ্গলজনক হইবে। আমার আশীর্ব্বাদে—উর্ব্বশীর শাপে তোমার কোনরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না।" দেবরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন আনন্দিত হইলেন। শাপ-জনিত ভীতি তাঁহার অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইল। এইরূপে নানা ঘটনা-চক্রের মধ্যদিয়া অর্জ্জুনের স্বর্গবাসের সময় ফুরাইয়া আসিল। পাঁচ বৎসর স্বর্গ বাস করিয়া তিনি পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন।

পাণ্ডবেরা কাম্যকবন পরিত্যাগ করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে আসিয়াছেন। অর্জ্জুনের বিরহে সকলে কাতর। একদিন অপরাহ্ন কালে সকলে অর্জ্জুনের বিষয় আলোচনা করিতেছেন—এরূপ সময়ে ইন্দ্রের রথে চড়িয়া স্বর্গ হইতে অর্জ্জুন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদীর যে কত আনন্দ হইল তাহা আর বলিবার নহে। এখন তাঁহারা সকলে গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে পুনরায় দ্বৈতবনে চলিয়া আসিলেন এবং একটী নির্ম্মলসলিল সরোবর তীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ প্রভৃতি পাণ্ডবেরা কোথায় কি ভাবে আছেন তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন,—তাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু সে কষ্ট নিজের চোখে না দেখিলে কি আনন্দ হয়? কিন্তু দ্বৈতবনে কি উপলক্ষ করিয়া যাওয়া যায়? অবশেষে শকুনি ও কর্ণ কৌশল করিয়া এক উপায় বাহির করিলেন। দ্বৈতবনের মধ্যে দুর্য্যোধনের বহু গোয়ালা প্রজার বাস। তাহাদের তত্ত্বাবধানের নাম করিয়া দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া সপরিবারে ও সদলবলে দ্বৈতবনে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের একটি ফুলের বাগান দেখিয়া কুরুসৈন্য বিশ্রামার্থ তথায় প্রবেশ করিয়া বাগান

লণ্ডভণ্ড করিল। সংবাদ পাইয়া গন্ধর্ব্বপতি অনুচরগণসহ আসিয়া কৌরবদিগকে আক্রমণ করিলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত গন্ধর্ব্বগণের সহিত মায়াযুদ্ধে কৌরবগণ পরাস্ত হইল। কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ কোনরূপে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। দুর্যোধন রোষ ও অভিমান ভরে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে সপরিবারে গন্ধর্ব্বেরা বন্দী করিয়া ফেলিল।

পাণ্ডবেরা এ সব কিছুই জানেন না। বন্দিনী কুরুরমণীগণ দুর্য্যোধনের পরাজয়ে নিরুপায় হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট সকল বিষয় জানাইয়া সাহায্য চাহিয়া দূত পাঠাইলেন। ভীম দুর্যোধনাদির এই লাঞ্ছনায় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির ভীমের প্রতি ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দুর্যোধনকে গন্ধর্ব্বের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে ভীম ও অর্জ্জুনকে আদেশ করিলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ পাইয়া পাণ্ডবগণ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণকে আক্রমণ করিলেন এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। তখন গন্ধর্ব্বগণ পলায়ন করিল। দুর্য্যোধন এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

দুর্যোধন ঘৃণায় লজ্জায় ও অপমানে একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন! কি লজ্জা! কি ঘৃণা! শেষটায় কিনা পরমশত্রু পাণ্ডবদের অনুগ্রহে তাঁহার প্রাণ বাঁচিল। কোন্

মুখে তিনি হস্তিনায় ফিরিয়া যাইবেন? এ অপমানের চেয়ে যে তাঁর মৃত্যু ভাল ছিল। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া মনঃকষ্ট লাঘব করিয়া পুনরায় হস্তিনানগরে পাঠাইয়া দিলেন।

অজ্ঞাতবাস

দেখিতে দেখিতে পাণ্ডবদের বনবাসের দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। যুধিষ্ঠির সকলকে কহিলেন—"ভ্রাতৃগণ, আমাদের বনবাসের দ্বাদশ বৎসর শেষ হইয়াছে, এক্ষণে আমাদিগকে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। অতএব চল আমরা সে বন্দোবস্ত করি! এ অতি ভীষণ বৎসর, এ বৎসর আমাদিগকে অত্যন্ত কৌশলে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বাস করিতে হইবে। যদি কোনরূপে দুর্য্যোধনের লোকেরা ইহার সন্ধান পায় তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ!" কাজেই তাঁহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া মৎস্য দেশের রাজা পরম ধার্ম্মিক বিরাটের সভায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণবেশে কঙ্ক নামে পরিচিত হইয়া বিরাটের সভাসদ হইলেন। তাঁহার কাজ হইল রাজার সহিত পাশা খেলা। ভীম 'বল্লভ' নামে পরিচিত হইয়া বিরাটের

পাচক ব্রাহ্মণ হইলেন। অর্জ্জুন বৃহন্নলা নামে স্ত্রীলোকের বেশে, স্ত্রীলোকের মতন মাথায় বেণী রাখিয়া, কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া বিরাটরাজার কন্যা উত্তরার সঙ্গীত-শিক্ষক হইলেন। এইখানে উর্ব্বশীর শাপ ফলিল। অর্জ্জুন এই এক বৎসর স্ত্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রহিলেন। ইন্দ্রের বরে তাঁহার শক্তি অক্ষুণ্ণ রহিল। নকুল, সহদেব অশ্বশালা ও গোশালা রক্ষকরূপে এবং দ্রৌপদী দাসীরূপে বিরাট রাজসংসারে রহিলেন। বিরাট রাজার রাজধানীতে যাইবার সময় পথে শ্মশানের পাশে পাহাড়ের উপর খুব বড় একটা শমীবৃক্ষের উপর পাণ্ডবেরা তাঁহাদের সকল ধনুক, তূণ, শঙ্খ, বর্ম্ম, খড়্গ ইত্যাদি রাখিয়া গেলেন।

বিরাট রাজ্যে তাঁহাদের নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। বিরাট রাজার সেনাপতি কীচক বড় দুষ্ট লোক ছিলেন। তিনি দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। এই শুনিয়া ভীম গোপনে তাহাকে বধ করেন।

অজ্ঞাতবাসের বৎসর মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ পাইলে অতি সহজে বিনা যুদ্ধে দুর্য্যোধনের রাজ্যলাভ হয়! এজন্য তিনি পাণ্ডবদের সন্ধানের জন্য দেশে বিদেশে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান করিতে পারিল না। সকলেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"মহারাজ, পাণ্ডবদের

কোনও সন্ধান মিলিল না।” দূতগণের এইরূপ সংবাদে দুর্য্যোধন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। এই সময় বিরাট রাজার সেনাপতি কীচকের মৃত্যু সংবাদ আসিল। কীচকের ভয়ে বিরাট রাজাকে সকল দেশের রাজারাই ভয় করিয়া চলিতেন। দুর্য্যোধনের সভায় সে সময়ে ত্রিগর্ত্ত দেশের রাজা সুশর্ম্মা উপস্থিত ছিলেন—এই সুশর্ম্মা কীচকের হাতে পুনঃ পুনঃ পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন, এখন কীচকের মৃত্যুসংবাদে তিনি প্রতিহিংসা সাধনে উৎসাহিত হইয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন ‘মহারাজ, খুব সুযোগ উপস্থিত. চলুন বিরাটরাজ্য আক্রমণ করিয়া সে রাজ্যের ধন রত্ন, আর সেই অসংখ্য গরু, বাছুর লইয়া আসি।’ এমন সুযোগ কি আর দুর্য্যোধন উপেক্ষা করিতে পারেন? তিনি তৎক্ষণাৎ পরামর্শ করিয়া সুশর্ম্মাকে ত্রিগর্ত্ত রাজ্যে বন্ধার্থ পাঠাইয়া দিলেন। তিনি অতি সহজেই রাজরক্ষী তাড়াইয়া দিয়া, হস্তী গাভী আর নানা ধন রত্ন লুঠিতে লাগিলেন।

বিরাট রাজার নিকট প্রজারা তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া আসিয়া এ সংবাদটা দিল। এই সংবাদে রাজা অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। রাজ্যময় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে চতুরঙ্গ বাহিনী সাজিল। রাজা আত্মীয়-স্বজনসহ যুদ্ধে চলিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেবকেও রণসাজে সজ্জিত করাইয়া যুদ্ধে লইয়া গেলেন। দুইদলে

ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সুশর্ম্মা পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের দয়ায় প্রাণ লইয়া পলাইলেন। বিরাট রাজা ভীম প্রভৃতির সহায়তায় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

গোধন উদ্ধার

এদিকে দুর্য্যোধন যখন সুশর্ম্মার পরাজয়ের ও অপমানের কথাটা শুনিলেন তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া অসংখ্য সৈন্য এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণকে লইয়া মৎস্যদেশ আক্রমণ করিয়া একেবারে যাট হাজার গোধন লইয়া প্রস্থানপর হইলেন। নির্য্যাতিত গোয়ালারা রাজধানীতে আসিয়া সংবাদ দিল যে 'গোধন তোমার সব নিল কুরুগণ।' বিষম বিপদ, কারণ, বিরাট রাজা তখনও ত্রিগর্ত্ত দেশ হইতে ফিরিয়া আসেন নাই! রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার ভার রাজপুত্র উত্তরের উপর।

উত্তর এ সংবাদ পাইয়া স্ত্রীলোকদের নিকট দম্ভ করিয়া কহিলেন, 'কি করি একজন উপযুক্ত সারথি নাই, যদি উপযুক্ত সারথি থাকিত, তাহা হইলে কৌরবগণকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিতাম!' কথাটা দ্রৌপদীর কাণে গেলে তিনি উত্তরকে কহিলেন, 'রাজপুত্র আপনাদের সঙ্গীত

শিক্ষক বৃহন্নলা মহাবীর অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন, ইনি অর্জ্জুনের শিষ্য এবং ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত—আপনি যদি ইঁহাকে সারথি করিতে পারেন তবে নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন।'

উত্তর কহিলেন—'তা বেশ, তাহাকে সংবাদ দাও।'

বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন রাজকুমারের আহ্বানে আসিলেন এবং যেন একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে শুধু অনিবার্য্য বলিয়াই সারথ্য করিতে স্বীকার করিলেন।

অবিলম্বে বর্ম্ম কবচাদিদ্বারা যুদ্ধের সাজে সাজিয়া বৃহন্নলা উত্তরের সারথ্য করিতে চলিলেন। যাইবার সময় উত্তরা কহিলেন 'বৃহন্নলে, যেমন যুদ্ধে যাইতেছ তেমন ভীষ্ম দ্রোণদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের পোষাকগুলি আনা চাই, সেগুলি দিয়া আমি পুতুল সাজাইব।'

রথে চড়িয়া উত্তরের কত আনন্দ কত দম্ভ! তিনি বীরদর্পে বলিলেন, 'তাড়াতাড়ি কৌরবদের নিকট রথ লইয়া চল, পাষণ্ডদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দি।' বৃহন্নলা তাঁহার কথানুসারে দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়া সেই শ্মশানে শমীগাছের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থান হইতে কৌরবদের সেনা অসংখ্য সাগরতরঙ্গবৎ দেখা যাইতেছিল। সেই সৈন্যের দল দেখিয়া ভয়ে উত্তর কাঁপিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "একি, এ যে ভয়ানক ব্যাপার;

না, না, সারথি, আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না! কৌরবেরা গরু লইয়া গিয়াছে নিক্, তাহারা যদি আমাদের যথা-সর্ব্বস্বও নেয়, তবু আমি কিছুতেই যুদ্ধ করিতে পারিব না।” এই কথা বলিয়া রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনের ইহা সহ্য হইল না—তিনিও তাড়াতাড়ি রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া উত্তরের পেছনে ছুটিলেন। কৌর-বেরা দূর হইতে দেখিতেছিলেন কে একজন রমণী উত্তরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে, গতিবেগে তাহার সুদীর্ঘ বেণী আলুলায়িত ও বসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া কুরুসেনাগণ হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু স্ত্রীবেশধারী ঐ লোকটা কে তাহা লইয়া নানা কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল!

'পাছুতে যে জন, নহে সাধারণ,
বেশধারী প্রায় লাগে
যেন ভস্ম মাঝে, অগ্নিহীন তেজে
সিংহ যেন ধায় মৃগে ।।
'নরসিংহ প্রায়, দেখি তার কায়,
চিত্তে করি অনুভব।
বিনা ধনঞ্জয়, আর কেহ নয়,
সব তার অবয়ব ॥'

এইরূপে কৌরবদের মধ্যে নানা জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল।

এদিকে বৃহন্নলা শত পদ মাত্র গমন করিয়া উত্তরের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া রথে তুলিলেন। তার পর তাহাকে সাহস দিয়া হাসিমুখে কহিলেন,"রাজকুমার, যদি তোমার যুদ্ধ করিতে ভয় হইয়া থাকে তাহা হইলে তুমি আমার সারথি হও, আমি যুদ্ধ করিয়া গরু উদ্ধার করিব, তুমি ভয় করিও না।" ইহাতে উত্তর আশ্বস্ত হইয়া রথ চালাইতে লাগিলেন।

ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি রথিগণ চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন দ্রোণ ভীষ্মকে বলিলেন 'ভীষ্মদেব, আজ আমাদের পরাজয় নিশ্চিত, অর্জ্জুন ইন্দ্রালয় হইতে যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে সে সকল রোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।' কর্ণ বরাবরই দাম্ভিক, সে কহিল 'আচার্য্য, আপনি বৃথা ভয় করিতেছেন, আমি আর দুর্য্যোধন মিলিত হইলে ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই যে আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারে।'

দুর্য্যোধন বলিলেন, 'বেশ হইয়াছে—যদি এ অর্জ্জুন হয় তাহা হইলে বিনাযুদ্ধেই আমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে। কারণ—ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহাদের পরিচয় পাইলে—পুনরায় পাণ্ডবদের দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে।

অর্জ্জুন]　　বৃহন্নলা…উত্তরের হাত ধরিয়া…রথে তুলিলেন　　[৮০ পৃষ্ঠা

অবিলম্বে রথ সেই শমীগাছের নিকট উপস্থিত হইল। তখন বৃহন্নলা উত্তরকে কহিলেন—"হে রাজকুমার, তোমরা আমাকে যে ধনুঃশর দিয়াছ উহা দ্বারা আমার যুদ্ধ করা চলিবে না। এই যে শমীবৃক্ষ দেখিতেছ, এই বৃক্ষে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের অস্ত্রাদি রক্ষা করিয়াছেন। রাজকুমার, তুমি গাছে উঠিয়া তাড়াতাড়ি অস্ত্রগুলি পাড়িয়া আন।"

উত্তর গাছের নিকট যাইয়া একটু ব্যস্তভাবে কহিলেন—"একি? এ গাছে যে একটা মরা বাঁধা,—কি ক'রে আমি ঐ অশুচি বস্তু স্পর্শ করিব?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "অস্ত্রগুলি কাপড়ে বাধা, তাই শবের ন্যায় বোধ হইতেছে। তুমি আর দেরী করিও না—যাও, তাড়াতাড়ি গাছে চড়িয়া অস্ত্রগুলি নামাও!"

অর্জ্জুনের আদেশক্রমে উত্তর তাড়াতাড়ি গাছে উঠিয়া অস্ত্র নামাইলেন। অস্ত্রগুলির সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি ত আনন্দে ও বিস্ময়ে অধীর! এমন অস্ত্র তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তাই তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"বৃহন্নলা, এ সকল কাহাদের অস্ত্র?" তখন অর্জ্জুন উত্তরকে নিজের এবং অপর পাণ্ডবদের পরিচয় প্রদান করিলেন। উত্তর পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন—"মহাশয়, আমি যদি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত

আপনাদের প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা হইলে তাহা মার্জ্জনা করিবেন। আপনার সারথ্য করিতে পারিব বলিয়া আমি আমাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। আজ্ঞা করুন আমি কোন্ দিকে যাইব।" তবু কিন্তু উত্তরের মনে বৃহন্নলা যে অর্জ্জুন সে সম্বন্ধে একটু সন্দেহ ছিল, সে জন্য উত্তর একটু কৌশল করিয়া কহিল—"শুনিয়াছি আপনার দশটী নাম, দয়া করিয়া যদি আপনার সেই দশটী নাম এবং তাহার অর্থ অধমকে বলেন!"

অর্জ্জুন বলিলেন—

"অর্জ্জুন ফাল্গুনি সব্যসাচী ধনঞ্জয়।
কিরীটী বীভৎসু শ্বেতবাহন বিজয়॥
কৃষ্ণ জিষ্ণু বলিয়া আমার নাম জান।

অর্জ্জুন অর্থে নির্ম্মল, আমি সর্ব্বদা সৎকার্য্য করি বলিয়া আমার নাম 'অর্জ্জুন'; জন্মের দিন উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র ছিল বলিয়া আমার নাম 'ফাল্গুনি'; আমি উভয় হস্তে বাণ ছাড়িতে পারি বলিয়া আমার নাম 'সব্যসাচী'; কুবের ধনপতি, তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছিলাম বলিয়া আমার নাম 'ধনঞ্জয়'; ইন্দ্র আমায় কিরীট উপহার দিয়াছিলেন বলিয়া আমি 'কিরীটী'; আমি যুদ্ধের সময় কখনও বীভৎস কাজ করি না বলিয়া নারায়ণ আমাকে 'বীভৎসু' নাম দিয়াছেন। 'শ্বেতবাহন' হইল কেন জান?

শ্বেত চারি তুরঙ্গ আমার রথে রহে।
তেঁই শ্বেতবাহন বলিয়া লোকে কহে॥

সর্ব্বদাই আমি যুদ্ধে জয় লাভ করি সেজন্য আমার নাম 'বিজয়'। আমার গায়ের বর্ণ কালো—তাই আমি 'কৃষ্ণ' নামে পরিচিত। আর ভয়ানক যুদ্ধেও আমি শত্রুকে পরাজয় করি বলিয়া আমার নাম 'জিষ্ণু'।"

অর্জ্জুনের মুখে এ সকল কথা শুনিয়া উত্তরের খুব সাহস হইল। অর্জ্জুন দেবদত্ত অস্ত্র সমুদয় ও গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া অতি ভয়ঙ্কর ধনুষ্টঙ্কার ও লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে কৌরব-সৈন্যের দিকে রথচালনা করিয়া অগ্রসর হইলেন।

গাণ্ডীবের ধ্বনি শুনিয়া কৌরবদের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে—এ যোদ্ধা আর কেহই নহেন স্বয়ং অর্জ্জুন। এমন সময়ে দুইটী শর দ্রোণের পদতলে পতিত হইল এবং অপর দুইটী তাঁহার কর্ণ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। ইহা-দ্বারা অর্জ্জুন আচার্য্য দ্রোণের পাদবন্দন ও কুশল প্রশ্ন করিলেন। দ্রোণ প্রিয় শিষ্যের এইরূপ পাদবন্দনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন!

ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রথমে দ্রোণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় মহারথীর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সকলে স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু দ্রোণ গুরু হইয়াও শিষ্যের

সহিত যুদ্ধে পারিলেন না। তিনি পরাজিত হইলেন। পিতার পরাজয়ে উত্তেজিত হইয়া অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা হারিয়া গেলেন। তার পর একে একে কর্ণ, ভীষ্ম প্রভৃতি সমুদয় বীরগণ পরাজিত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়া সম্মোহন বাণে বিপক্ষকে মোহিত করিলেন—এই বাণ পরিত্যাগ করা মাত্রই কৌরবগণ সকলে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

এইবার অর্জ্জুনের আদেশে উত্তর উত্তরার জন্য ভীষ্ম দ্রোণ ব্যতীত অপর কুরুবীরগণের পাগড়ী ও কাপড় আনিয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে না হইতেই—ভীষ্ম যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন, ভীষ্মকে সম্মোহন বাণে কিছু করিতে পারে নাই, কারণ তিনি ঐ অস্ত্রের প্রভাব হ্রাস করিবার অস্ত্র জানিতেন। কাজেই তিনি অজ্ঞান হন নাই। ভীষ্ম যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু পারিলেন না, অর্জ্জুনের নিকট অতি সহজেই পরাজিত হইলেন।

অর্জ্জুন শত্রুগণকে এইরূপে পরাজিত ও মোহিত করিয়া গোধন উদ্ধার করিয়া লইলেন। বাণের দ্বারা ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া শঙ্খ নিনাদ করিতে করিতে রাজধানীর দিকে চলিলেন।

এদিকে বিরাট রাজা রাজ্যে ফিরিয়াই শুনিলেন উত্তর

যুদ্ধে গিয়াছে! রাজা ত একথা শুনিয়াই অবাক্! উত্তর যুদ্ধ করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণকে পরাস্ত করিবে এ যে অতি অসম্ভব কথা! রাজা পুত্রের জন্য ভীত হইলেন, 'হায়! হায়! এ কৌরবযুদ্ধে বুঝি উত্তর আর বাঁচিয়া নাই।' এমন সময় দূত আসিয়া বলিল—"মহারাজ! রাজকুমার উত্তর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন, গোধন উদ্ধার করা হইয়াছে।"

এই সংবাদে বিরাট অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। রাজ্য যুড়িয়া খুব আনন্দের ধূম পড়িয়া গেল। বিরাট রাজা খুব পাশা খেলিতে ভালবাসিতেন, এত আনন্দের দিনে আর কি করা যায়? কাজেই কঙ্কের সহিত পাশা খেলিতে আরম্ভ করিলেন। খেলিতে খেলিতে বলিলেন 'কঙ্ক আজ বড় আনন্দের দিন, আমার পুত্র কৌরবদিগকে হারাইয়া দিয়াছে!'

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'মহারাজ, বৃহন্নলা যাহার সারথি যুদ্ধে ত তার জয় লাভ হইবেই।'

রাজা এ কথায় খুব রাগ করিয়া কহিলেন, 'দেখ কঙ্ক, আমার পুত্র কি কৌরবদিগকে যুদ্ধে হারাইতে পারে না? তুমি কেন বার বার কেবল বৃহন্নলার প্রশংসা করিতেছ?' যুধিষ্ঠির তথাপি অবিচলিত ভাবে কহিলেন—'মহারাজ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ এ সকল বীরপুরুষকে বৃহন্নলা ব্যতীত আর কেহই যুদ্ধে হারাইতে পারে না।'

এ কথায় বিরাট যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ কটুবাক্যে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা পাশা ছুঁড়িয়া মারিলেন। পাশার আঘাতে যুধিষ্ঠিরের নাসিকা হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সৈরিন্ধ্রী তাহা দেখিয়া বারিপূর্ণ স্বুবর্ণ পাত্র আনিয়া তাহাতে রক্ত ধারণ ও তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে রাজকুমার ও বৃহন্নলা আসিয়াছেন—দ্বারী আসিয়া এ সংবাদ দিল। ইহাতে যুধিষ্ঠির একটু চিন্তিত হইলেন—যদি বৃহন্নলা আসিয়া তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখেন তাহা হইলে আর মহারাজের রক্ষা থাকিবে না। কাজেই বৃহন্নলা যাহাতে এখন না আসেন তিনি দ্বারবানকে সে ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। বৃহন্নলা দ্বারীমুখে কঙ্কের আদেশ শুনিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

উত্তর সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া পিতাকে ও কঙ্ককে প্রণাম করিলেন। কঙ্কের মুখ রক্তাক্ত দেখিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে পিতাকে কহিলেন—'বাবা! একি সর্ব্বনাশ! কে ইঁহাকে প্রহার করিল? এমন পাপ কাজ করিতে কাহার সাহস হইল?' রাজা বলিলেন, "আমি তোমার যুদ্ধজয়ের কথা শুনিয়া যতই তোমার প্রশংসা করি—ততই এই ব্রাহ্মণ আমার কথার অনুমোদন না করিয়া কেবলই বৃহন্নলার কথা বলে, তাই আমি এ ব্রাহ্মণকে ক্রোধে প্রহার করিয়াছি।"

উত্তর পিতার এ অন্যায় কার্য্যের জন্য অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। বিরাট বিনীতভাবে কঙ্কের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন—যুধিষ্ঠিরও হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

উত্তর বলিলেন—"বাবা! আমার এমন কি শক্তি যে আমি এ ভীষণ যুদ্ধ জয় করি। আমি কৌরবদের বিপুল সেনা দেখিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, এমন সময়ে এক দেবপুত্র আসিয়া আমাকে অভয় দিয়া কুরুগণকে পরাজয় ও গোধন উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।"

পুত্রের কথা শুনিয়া বিরাট কহিলেন—"তবে সে দেবকুমারের পূজার ব্যবস্থা কর। তিনি এখন কোথায়?"

উত্তর বলিলেন—"তিনি কাল কি পরশ্ব পুনরায় আবির্ভূত হইবেন।"

বৃহন্নলা অন্তঃপুরে যাইয়া স্বয়ং রাজকুমারীকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনীত বিচিত্র পাগড়ী ও কাপড়গুলি উপহার দিলেন। উত্তরা পুতুলের জন্য সুন্দর সুন্দর কাপড় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এইরূপে পাণ্ডবদের অজ্ঞাত বাস শেষ হইল।

পরিচয়ের দিন আসিল। সে দিন পাণ্ডবেরা প্রত্যূষে স্নান ইত্যাদি করিয়া শুক্ল বসন ও বিবিধ ভূষণে ভূষিত

হইলেন। রাজসভায় প্রবেশ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসাইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। বিরাট রাজা সভায় আসিয়া দেখেন আশ্চর্য্য ব্যাপার! কঙ্ক কিনা তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া আছেন! তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন—

"হে কঙ্ক কি হেতু তব এই ব্যবহার।
কি হেতু বসিলা তুমি আসনে আমার॥"

তখন অর্জ্জুন হাস্য করিয়া কহিলেন—"ইন্দ্রের সিংহাসনেও মহারাজ যুধিষ্ঠির বসিতে পারেন, আপনার সিংহাসন ত তুচ্ছ কথা!" বিরাট একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন! এ যে অসম্ভব কথা! তখন উত্তর পিতাকে একে একে সকল কথা বলিলেন—যে দেবপুত্র কৌরবদিগকে পরাজিত করিয়া গোধন উদ্ধার করিয়াছেন—তিনিই যে অর্জ্জুন সে কথাটাও প্রকাশ পাইল।

বিরাট রাজা সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠিরকে উপযুক্ত সম্মান দেখাইলেন। পুনঃ পুনঃ 'আমার কি সৌভাগ্য! আমার কি সৌভাগ্য' এইরূপ বলিয়া পাণ্ডবগণের মস্তকাঘ্রাণ-পূর্ব্বক অত্যন্ত আদর করিলেন। তারপর তিনি নিজকন্যা উত্তরার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ দিতে চাহিলেন। অর্জ্জুন ইহাতে সম্মত হইলেন না—তিনি বলিলেন, 'দীক্ষা, শিক্ষা ও

জন্মদাতা একই সমান। উত্তরা আমার শিষ্যা, কন্যাতুল্যা—আমি তাহাকে বরাবর কন্যার মত স্নেহ করিয়াছি, অতএব আমার সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব অসঙ্গত। আমার পুত্র অভিমন্যু সর্ব্বাংশেই তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র, অতএব আমার পুত্রের সহিত উত্তরার বিবাহ দাও।'

এ প্রস্তাবে আর কাহারও আপত্তি রহিল না। অভিমন্যু সুভদ্রাতনয় শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয়, বীরত্বে ও সৌজন্যে সে পিতা কিম্বা মাতুল কাহা অপেক্ষাও হীন নহে। শুভদিনে শুভক্ষণে—উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হইয়া গেল। এ বিবাহে নানা দেশ বিদেশ হইতে বহু রাজা মহারাজা পাণ্ডবদের আত্মীয় স্বজন আসিয়াছিলেন। দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণ—ভাগিনেয় অভিমন্যুকে লইয়া মৎস্য রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস ফুরাইল। এখন পাণ্ডবেরা পুনরায় নিজরাজ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদের বনবাসের ও একবৎসর অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। এখন রাজত্ব চাই। এজন্য তাঁহারা হস্তিনানগরে পুরোহিত ধৌম্যকে দূত

পাঠাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি বিচক্ষণ মহাত্মারা সকলেই দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়া দিবার জন্য বলিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার আপত্তি এই যে অজ্ঞাতবাস শেষ না হইতেই তিনি তাঁহাদের সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে গোধন হরণের যুদ্ধের পূর্ব্বেই অজ্ঞাতবাসের বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। দুর্য্যোধনের আপত্তি পাণ্ডবদিগকে প্রতারণা করিবার কৌশল মাত্র। কাজেই কাহারো কথায়ই কোন ফল হইল না। দুর্য্যোধন ধৌম্যকে বলিলেন, "আমি পাণ্ডবদিগকে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও প্রদান করিব না।"

ধৌম্য আসিয়া কৌরবদের সব কথা জানাইলেন। পাণ্ডবেরাও রাজ্য ছাড়িবেন না, দুর্য্যোধনও রাজ্য দিবেন না।—কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। দুই দলেই যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। উভয় দলেই বড় বড় রাজা, বড় বড় যোদ্ধা একত্র হইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ যাদবদিগের রাজা। কৌরব পাণ্ডব উভয় পক্ষের সহিতই তাঁহার সমান সম্বন্ধ। সেজন্য অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন উভয়েই তাঁহাকে নিজ নিজ পক্ষে লইবার নিমিত্ত তাঁহার রাজধানী দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। দুইজন প্রায় একই সময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ তখন নিদ্রিত ছিলেন।

দুর্য্যোধন অগ্রে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শিয়রে যে একটী মাত্র স্বর্ণ আসন ছিল তাহাতে বসিলেন। অর্জ্জুন পরে আসিলেন, তিনি তাঁহার চির আরাধ্য স্থান কৃষ্ণের পদতলে উপবেশন করিলেন।

কিছুকাল পরে কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি প্রথম অর্জ্জুনকে এবং পরে দুর্য্যোধনকে দেখিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্য্যোধন বলিলেন—"আপনি যাদবকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, উপস্থিত যুদ্ধে আমি আপনার সাহায্য চাই। আপনাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ সমান হইলেও আমি অগ্রে আপনার নিকট আসিয়াছি, অতএব অগ্রে আমার কথা রাখিতে হইবে।'

কৃষ্ণ বলিলেন "আপনি অগ্রে আসিয়াছেন তাহা ঠিক্, কিন্তু আমি যে অর্জ্জুনকে প্রথম দেখিয়াছি তাহাও সত্য; এজন্য আমি উভয় পক্ষকেই সাহায্য করিব। আমার সুবিখ্যাত এক অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা আছে, একদিকে এ সৈন্যদল থাকিবে, আর একদিকে আমি নিরস্ত্র অবস্থায় থাকিব। এ দুয়ের মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। অর্জ্জুন কনিষ্ঠ, অতএব তিনিই প্রথমে এ দুইটার একটা বাছিয়া নিন্।"

কৃষ্ণ যুদ্ধে যোগদান করিবেন না জানিয়াও অর্জ্জুন তাঁহাকেই নিজ পক্ষে বরণ করিলেন। দুর্য্যোধন সেই এক

অর্ব্বুদ সৈন্য লইয়া হস্তিনানগরে ফিরিয়া আসিলেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ সহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্থির হইল কৃষ্ণ যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথের সারথি হইবেন।

কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরে যুদ্ধের স্থান স্থির হইল। ঐ প্রান্তরের মধ্য দিয়া হিরণ্বতী নদী প্রবাহিতা। নদীর এক তীরে কৌরব ও অপর তীরে পাণ্ডবগণের শিবির সন্নিবিষ্ট হইল।

পাণ্ডবদের দলে সাত অক্ষৌহিণী এবং কৌরব দলে একাদশ অক্ষৌহিণী মোট অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য রণ-ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। পাণ্ডবদের পক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, শিখণ্ডী ও জরাসন্ধের পুত্র সহদেব সেনাপতি হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রধান সেনাপতি, ইঁহাদের পরিচালক স্বয়ং অর্জ্জুন। এবং কৌরবপক্ষে ভীষ্ম সেনাপতির পদে বরিত হইলেন। ভীষ্ম যুদ্ধ আরম্ভের জন্য শঙ্খনাদ করিবামাত্র কৌরবেরা সকলে একসঙ্গে শঙ্খনাদ করিলেন। শত শত দুন্দুভি ও ভেরী বাজিয়া উঠিল। কৌরবদের পক্ষ হইতে শঙ্খধ্বনি করা মাত্রই পাণ্ডবদের পক্ষ হইতে কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুন দেবদত্ত, ভীম পৌণ্ড্র, যুধিষ্ঠির অনন্ত-বিজয়, সহদেব মণিপুষ্পক, নকুল সুঘোষ নামক দিব্য শঙ্খ

বাজাইলেন। উভয় পক্ষের তুমুল নিনাদে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনি হইল।

এমন সময় অর্জ্জুন গাণ্ডীব হস্তে করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন 'দুই দলের মধ্যে একবার আমার রথ চালনা করুন। কে কে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন দেখি।' অর্জ্জুনের কথায় শ্রীকৃষ্ণ দুই দলের মধ্যস্থলে রথ লইয়া গেলেন। অর্জ্জুন দেখিলেন তাঁহার পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, শ্বশুর ও মিত্রগণ উভয় দলমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। আত্মীয়স্বজন সকলে রাজ্যের জন্য কাটাকাটি করিয়া মরিতে আসিয়াছে, এই সব দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, ক্ষোভে ও মনের দুঃখে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। তিনি ব্যাকুল অন্তরে কৃষ্ণকে করুণস্বরে বলিলেন—

"দেখিলাম যত বন্ধু অমাত্য সকল।
ইহা সবা মারি রণে নাহি কোন ফল॥
বিফল জীবন মম বাচি কোন্ সুখ।
গুরুবন্ধু মারিয়া দেখিব কার মুখ॥
রাজ্যে কার্য্য নাই মম জীবন অসার।
কাহার নিমিত্ত করি বংশের সংহার॥"

এই বলিয়া অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া রথের উপর বসিয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই বীরধর্ম্ম। মোহ বা মায়া তোমার উপযুক্ত নহে। সামান্য মায়ামোহের জন্য বীরধর্ম্ম ত্যাগ করা কাপুরুষের কাজ। তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য দূর কর।" মৃত্যু, পরকাল, যোগ-ধর্ম্ম এ সকল কি তাহা বুঝাইয়া বলিলেন যে ফলাফল বিচার করিয়া মানুষ কোনও কাজ করিতে পারে না, কারণ ফলাফল তাহার করায়ত্ত নহে। নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী মানবের জন্ম ও মৃত্যু হয়। কর্ত্তব্য পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। "পার্থ! তুমি হৃদয় দৃঢ় করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহাতে তোমার বিন্দুমাত্রও পাপ হইবে না। তুমি কাহারও মৃত্যুর কারণ হইতে পার না। কার্য্য-কারণ প্রবাহ রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কর্ত্তব্য পালনেই তোমার ধর্ম্মলাভ হইবে, অতএব তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।"

কৃষ্ণের এইরূপ সারগর্ভ উপদেশে অর্জ্জুনের মোহ অপসারিত হইল, তিনি ক্ষত্রধর্ম্ম পালনের জন্য পুনরায় গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কুরুপক্ষে প্রথম দশ দিন কর্ণ যুদ্ধ করিলেন না। যতদিন ভীষ্ম যুদ্ধ করিবেন ততদিন তিনি অস্ত্র ধারণ করিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কারণ ভীষ্ম তাঁহাকে অর্দ্ধরথী বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন।

ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। উভয় পক্ষেই বহু বীর ও অসংখ্য

সৈন্যের মৃত্যু হইল। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন প্রত্যহ দশ হাজার সৈন্য মারিবেন, তিনি প্রত্যহ দশ হাজার সৈন্য মারিয়া পাণ্ডবদিগকে বিশেষ হীনবল করিয়া ফেলিতেছিলেন। অর্জ্জুন, ভীম ও অন্যান্য বীরগণও কৌরবদিগের বহু সৈন্যনাশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ভীষ্মের ভীষণ অস্ত্র-কৌশলে তাঁহারা বিশেষ রূপে নির্য্যাতিত হইতেছিলেন। অর্জ্জুন বহু চেষ্টা করিয়াও কোন রূপেই ভীষ্মের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিলেন না।

কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে কহিলেন 'ভীষ্মকে না মারিতে পারিলে তোমরা কোনরূপেই জয়ী হইতে পারিবে না।' কাজেই পাণ্ডবেরা নিরুপায় হইয়া কৃষ্ণের মন্ত্রণায় রাত্রিকালে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া সব কথা বলিলেন। তাহাতে ভীষ্ম বলিলেন—'আমি অজেয়, আমার হাতে অস্ত্র থাকিলে পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে আমাকে বিনাশ করিতে পারে। অস্ত্র ত্যাগ না করিলে আমাকে নিহত করা অসম্ভব।' তাঁহার বাক্য শুনিয়া পাণ্ডবেরা শিবিরে চলিয়া আসিলেন। তখন ভীষ্মের বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে কহিলেন, "ভীষ্ম-বধের উপায় হইয়াছে আর তোমরা চিন্তিত হইও না। শিখণ্ডীকে দেখিলে ভীষ্মদেব অস্ত্র ত্যাগ করেন তাহা দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে দেখা গিয়াছে। সুতরাং শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জ্জুন যুদ্ধ করিলেই

ভীষ্মকে নিহত করা যাইবে।" এই পরামর্শ স্থির করিয়া পাণ্ডবেরা পরদিনের যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

পরদিন যুদ্ধ আরম্ভ হইলে শিখণ্ডী ধনুর্ব্বাণ হস্তে ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। অর্জ্জুন তাহার পশ্চাতে থাকিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখিয়াই অস্ত্রত্যাগ করিয়াছিলেন। শিখণ্ডী এবং অর্জ্জুন বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ বাণ ছাড়িয়া ভীষ্মকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। কৌরবেরা সকলে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু অর্জ্জুনের সহিত তাঁহারা কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে ভীষ্মের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম রথ হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন। তাঁহার শরীরে শরসমূহ এত ঘন বিদ্ধ হইয়াছিল যে, ভূমিতে পড়িয়া গেলেও তাঁহার শরীর ধরা স্পর্শ করিল না। তিনি বীরোচিত শরশয্যায় শয়ান রহিলেন। 'ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর' তিনি পূর্ব্ব শিয়রি হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইলে উভয়পক্ষের সমুদয় বীরগণ আসিয়া সেখানে মিলিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ থামিয়া গেল।

ভীষ্ম বলিলেন,—"তোমরা সকলে এখানে আসিয়াছ দেখিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু দেখ, আমার মাথা ঝুলিয়া

পড়িয়াছে, আমাকে বালিশ দাও।" রাজারা অমনি তাড়াতাড়ি উপাধান আনিতে ছুটিলেন, রাজা দুর্য্যোধন নিজে যাইয়া একটী সুকোমল বালিশ আনয়ন করিলেন। ভীষ্ম ঐ সকল গ্রহণ না করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন—'বৎস, তুমি আমাকে উপযুক্ত উপাধান দাও।'

সাশ্রুনয়নে ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ গাণ্ডীব দ্বারা পিতামহের মস্তকের নিম্নদেশে তিনটা শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার মাথা উঁচু করিয়া দিলেন। ইহাতে তিনি আনন্দিত হইয়া অর্জ্জুনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'সূর্য্য উত্তরায়ণে না গেলে আমি প্রাণত্যাগ কবিব না। ততদিন তোমরা আমাকে রক্ষা করিও।'

তারপর তিনি দুর্যোধনকে কহিলেন—'বৎস, আমার বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে, আমায় পানীয় দাও।' তখন সকলে চারিদিক হইতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও দুর্য্যোধন নিজে স্বর্ণপাত্রে করিয়া সুশীতল জল লইয়া আসিলেন। ভীষ্ম ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন 'বৎস অর্জ্জুন! তুমি আমায় উপাধান দিয়াছ, এখন তৃষ্ণা দূর কর।' অর্জ্জুন তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ভূমিতে বাণ বিদ্ধ করিলেন।

'পৃথিবী ভেদিয়া বাণ অধঃ প্রবেশিল।
ভোগবতী গঙ্গাজল তথায় উঠিল॥'

সেই সুশীতল বিমল সলিলরাশি উৎসাকারে বাহির হইয়া দুগ্ধধারার ন্যায় তাঁহার মুখে প্রবেশ করিল। ভীষ্ম পুনরায় অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়া অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে এখনও যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। ভ্রাতৃ-বিরোধ যে অন্যায় সে কথা বুঝাইলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের মত ফিরিল না।

পাণ্ডব ও কৌরবেরা শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার চারিদিকে পরিখা খনন করিয়া ও উপযুক্ত রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সকলে শোকাকুল মনে নিজ নিজ শিবিরে চলিয়া গেলেন।

ভীষ্মের শরশয্যার পর দ্রোণ সেনাপতি হইলেন। এই দশ দিনের যুদ্ধেই উভয় পক্ষের বহু বীর নিহত হন। অভিমন্যুকে দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, কৃপ, অশ্বত্থামা এই সপ্তরথী অন্যায়রূপে একত্র আক্রমণ করিয়া বধ করিলেন। অভিমন্যু বালক হইলেও পিতা পার্থের ন্যায় অসাধারণ বীরত্বের সহিত কৌরবদিগকে পরাস্ত ও তাহাদের বহু সৈন্য নিহত করিয়া অবশেষে সপ্তরথীর হস্তে নিহত হ'ন। তাঁহার মৃত্যুতে পাণ্ডব শিবিরে শোকের তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল। জয়দ্রথ অন্যায়রূপে বালক অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলেন—সে কথা শুনিয়া শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ অর্জ্জুন

প্রতিজ্ঞা করিলেন পরদিন যুদ্ধে জয়দ্রথকে বধ করিবেন, যদি সেই পাপাত্মা জীবিত থাকিতে সূর্য্য অস্ত হয়, তাহা হইলে তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। অর্জ্জুনের এই প্রতিজ্ঞা হইতেই বুঝিতে পারা যায় অভিমন্যুর মৃত্যুতে তাঁহার প্রাণে কি ভয়ানক শোকের আগুন জ্বলিয়াছিল। কৌরবেরা অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহারা সে দিন জয়দ্রথকে রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিলেন। সে দিন অর্জ্জুন এমন ভয়ানক ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে কৌরবেরা সকলেই পরাজিত হইলেন। জয়দ্রথও অস্থির হইয়া পড়িলেন। তথনও ছয়জন মহাবীর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। ইঁহারা পরাজিত না হইলে ত আর জয়দ্রথকে বিনাশ করা যায় না। ওদিকে দিন প্রায় শেষ হয় হয় হইয়াছে। এমন সময় সহসা সূর্য্যকে মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল,—পৃথিবীও সন্ধ্যার অন্ধকারের ন্যায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। কৌরবেরা মনে করিলেন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে,—অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি নিশ্চিতই প্রতিজ্ঞানুসারে অগ্নিতে দেহ ত্যাগ করিবেন। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ আনন্দভরে আশ্রয় স্থান ছাড়িয়া যেমন বাহিরে আসিলেন অমনি অর্জ্জুন তাঁহার দিকে অগ্রসর

হইলেন। কিন্তু এদিকে আবার জয়দ্রথকে বধ করা সহজ কথা নহে। জয়দ্রথের প্রতি দেবতাদের বর ছিল যে যুদ্ধে যে ব্যক্তি তাঁহার মাথা কাটিয়া ভূমিতে ফেলিবে তাহার মাথাও তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড হইবে। শ্রীকৃষ্ণ এ কথাটা জানিতেন, তিনি অর্জ্জুনকে এসব কথা মনে করিয়া দিলেন। জয়দ্রথের বৃদ্ধ পিতা সমস্ত পঞ্চক তীর্থে তপস্যা করিতে-ছিলেন—কৃষ্ণের উপদেশ মত মহাবীর পার্থ বাণ দ্বারা জয়দ্রথের মাথা কাটিয়া একেবারে তপস্যারত বৃদ্ধের কোলে ফেলিয়া দিলেন,—তাহার কোল হইতে মাথাটা মাটিতে পড়িবা মাত্র সেই বৃদ্ধের মাথাও শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এদিকে মেঘ কাটিয়া গেলে অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত কলেবরের অর্দ্ধাংশ দেখা গেল। সকলেই দেখিলেন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন।

জয়দ্রথের পর দ্রোণও নিহত হইলেন। দ্রোণের মৃত্যুর পর মহাবীর কর্ণ কৌরবদের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আজন্ম তাঁহার অর্জ্জুনের উপর আক্রোশ, তাই তিনি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণ সামান্য বীর নহেন—পরশুরামের শিষ্য। কাজেই এই দুই বীর পুরুষে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল।

'পার্থ যুড়ি অগ্নিবান যেন অগ্নিদীপ্তিমান,
কর্ণপানে চান এক দৃষ্টি।

বরুণ বাণেতে কর্ণ, জলে করি পরিপূর্ণ
অনল নিভায় করি বৃষ্টি।
অর্জ্জুনের বায়ু বাণ, মেঘ করে খান খান
পুনঃ কর্ণ যোড়ে মহাশর।
হাহাকার দেবগণে, ভূমিকম্প ক্ষণে ক্ষণে
বাণ এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥'

এইরূপে বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। অবশেষে অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ শরের আঘাতে কর্ণ একান্ত হীনবল হইয়া পড়িলেন, কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসিয়া গেল। বিপদে পড়িয়া কর্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, "আমায় একটু অবসর দাও, আমি রথের চাকাটা তুলিয়া লই, তার পর যুদ্ধ কর।"

এই কর্ণ প্রভৃতি বীরগণই কিন্তু সকলে মিলিয়া শঠতা করিয়া অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলেন! কাজেই কর্ণের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পূর্ব্ব ব্যবহারের কথা বলিতে ছাড়িলেন না। কর্ণ লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিলেন। কিন্তু নীরবে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন? পরিশেষে সেই অচল রথ হইতেই বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের সহিত আর কোন রূপেই যুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পার্থ 'অঞ্জলীক' নামক এক ভীষণ অস্ত্র কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর

উল্কার ন্যায় চারিদিক আলোকিত করিয়া কর্ণের মস্তক ছেদন করিল। সকলে দেখিল কর্ণের দেহ হইতে একটা উজ্জ্বল লোহিত জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া সূর্য্যের সহিত মিলিত হইল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তৃতীয় সেনাপতি কর্ণের প্রতি মহারাজা দুর্য্যোধন খুব বেশী পরিমাণ নির্ভর করিয়াছিলেন—তাঁহার বড় আশা ছিল কর্ণ পাণ্ডবদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ হইল—কর্ণ সেনাপতি হইয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না —তিনিও দুদ্ধর্ষ পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইলেন।

কর্ণের মৃত্যুর পর শল্য সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হন। দুর্য্যোধন, শকুনি, অশ্বত্থামা এবং অন্যান্য কুরুপক্ষীয় বীরগণও যথাসাধ্য যুদ্ধ করিলেন কিন্তু কোন ফলই হইল না। সহদেবের হাতে শকুনির প্রাণ গেল। দুঃশাসনাদি দুর্য্যোধনের ভ্রাতাগণ ভীমের হস্তে নিহত হইল। ভীম তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। কৃষ্ণের নারায়ণী সেনাও অর্জ্জুনের হাতে নিহত হইল। দুর্য্যোধন যখন দেখিলেন আর কোন রূপেই জয়ের আশা নাই, তখন তিনি আত্মরক্ষার জন্য দ্বৈপায়ন নামক হ্রদে যাইয়া লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু এ কথাটা গোপন রহিল না। পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই

সদল বলে যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন বীর পুরুষ, তেজস্বী ও দাম্ভিক—প্রাণ থাকিতে হীনতা স্বীকার করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, কাজেই তিনি পাণ্ডবদের আহ্বানে গুপ্ত স্থান হইতে উঠিয়া বলিলেন—'আমি এখন নিরস্ত্র, সহায় সম্বল বিহীন, আমার এমন ক্ষমতা নাই যে তোমাদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করি, তবে তোমাদের মধ্যে যদি একজন যুদ্ধ করিতে আইস তাহাতে প্রস্তুত আছি।' পাণ্ডবেরা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ভীম ও দুর্য্যোধন দুইজন গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীম ন্যায় যুদ্ধে দুর্য্যোধনের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া, তাঁহার বনবাস যাত্রা-কালীন প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গিয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পর পাণ্ডবগণ স্বীয় শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা দ্বৈপায়ন হ্রদে যাইয়া দুর্য্যোধনের নিকট তাঁহাদের যুদ্ধের বাসনা জানাইলেন। দুর্য্যোধন তখন অশ্বত্থামাকে সেনাপতি করিলেন। অশ্বত্থামা রাত্রিযোগে গোপনে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীর নিদ্রিত পঞ্চপুত্রকে পঞ্চ পাণ্ডববোধে হত্যা করিলেন। আর শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণকেও বধ করিলেন। অশ্বত্থামা পঞ্চ মুণ্ড লইয়া আস্ফালন করিতে করিতে

দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন কিন্তু মুণ্ড পাঁচটী দেখিয়াই চিনিলেন এগুলি পাণ্ডবের মস্তক নহে, পাণ্ডবাত্মজ পাঁচটী শিশুর মুণ্ড। ক্ষোভে দুঃখে দুর্য্যোধন অস্থির হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এদিকে পঞ্চপুত্রের বিয়োগে বিহ্বল হইয়া দ্রৌপদীদেবী উন্মাদিনী প্রায় হইলেন। তাঁহার বিলাপে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভীম অশ্বত্থামার শাস্তিবিধানে যাত্রা করিলেন। অশ্বত্থামা ভীমকে আগত দেখিয়া ক্ষিতি নিষ্পাণ্ডবা করিতে এক ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন। বাণের মুখে প্রলয় অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অর্জ্জুন তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া গুরুদত্ত প্রলয়কারী অস্ত্রত্যাগ করিলেন। উভয় বাণের তেজে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিয়া উঠিল। অগ্নিবৃষ্টি, উল্কাপাত, ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সন্ত্রাস্ত হইল। তখন নারদ, ব্যাসমুনি ও দেবগণ আসিয়া উভয়কে বাণ সম্বরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অর্জ্জুন বাণ সম্বরণ করিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা সম্বরণ জানিতেন না, তিনি আর বাণ প্রত্যাহার করিতে পারিলেন না। অশ্বত্থামা-নিক্ষিপ্ত বাণ উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট করিল। শ্রীকৃষ্ণের বরে সন্তান জীবিত রহিল। এদিকে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামা বিনাশে পুনঃ শর যোজনা করিলেন। তখন ব্যাসদেবের উপদেশ মত অশ্বত্থামা স্বীয় শিরোমণি কাটিয়া দিয়া অর্জ্জুনকে

সন্তুষ্ট করিলেন। অশ্বত্থামার শিরোমণি পাইয়া দ্রৌপদী আশ্বস্ত হইলেন।

অভিষেক

এইরূপে অষ্টাদশ দিন যুদ্ধের পর কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের শেষ হইল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা এই মহাসমরে প্রাণত্যাগ করিল। কুরুপক্ষে কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্র যুযুৎসু আর পাণ্ডব পক্ষে পাঁচ ভাই জীবিত ছিলেন। যুদ্ধের পর ঘরে ঘরে শোকের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী পুত্রশোকে একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। ব্যাস, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ অনেক বুঝাইয়া তাঁহাদের শোকের উপশম করিলেন।

ক্রমে কুরুক্ষেত্রে নিহত বীরগণের শ্রাদ্ধের সময় আসিল। কর্ণ যে পাণ্ডবের ভাই সে কথা কুন্তীদেবী এই সময়ে প্রকাশ করিলেন। তাহাতে পাণ্ডবেরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন 'মা, তুমি যদি আগে পরিচয় দিতে তাহা হইলে কখনই আমরা ভ্রাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হইতাম না। কিন্তু এখন ত আর উপায় নাই।' যথাসময়ে অন্যান্য বীরগণের ন্যায় কর্ণের শ্রাদ্ধও তাঁহারা করিলেন।

যুদ্ধের পর হইতেই যুধিষ্ঠির রাজ্যের প্রতি একেবারে

বীতস্পৃহ হইয়া গিয়াছিলেন। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী অনেক বুঝাইয়াও তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে মহামুনি ব্যাসদেব তাঁহাকে নানা প্রকার উপদেশে শান্ত করিলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও তাঁহারা হস্তিনার বাহিরে বাস করিতেছিলেন। এক্ষণে ব্যাসদেবের উপদেশানুসারে পাণ্ডবেরা নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শুভদিনে শুভক্ষণে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হইয়া গেল। তিনি রাজ্যের গুণবান ও ধার্ম্মিক লোকদিগকে বিবিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রাজ্যে শান্তি ও ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত হইল।

অশ্বমেধ

যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া জ্ঞাতিবধ-জনিত পাপক্ষালন করিতে ব্যাসদেবের পরামর্শে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞে একদিকে যেমন অতুল ধনরত্নের প্রয়োজন তেমনি আবার খুব বীরত্বের আবশ্যক। যজ্ঞের রীতি এই যে একটী অশ্বের ললাটে বিজয়পত্র বাধিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে, সেই ঘোড়া স্বাধীনভাবে নানা দেশ, নানা রাজ্যের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া আবার নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিবে;

কেহ যেন ইহাতে বাধা দিতে বা ঘোড়া ধরিয়া রাখিতে না পারে। বহু ধন রত্ন ব্যয় করিয়া যজ্ঞের আয়োজন হইল, নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘোড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। স্বয়ং অর্জ্জুন অশ্বের রক্ষক হইয়া চলিলেন। অর্জ্জুন যখন রওয়ানা হইলেন—তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, "ভাই, যাঁহারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে হত হইয়াছেন তাঁহাদের পুত্র পৌত্রদিগকে যুদ্ধে কখনও নিহত করিও না।" অর্জ্জুন ভ্রাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। অর্জ্জুন এক শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া গাণ্ডীব হস্তে অশ্বমেধের অশ্বের পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

যজ্ঞের অশ্ব প্রথম উত্তর মুখে গমন করিল। বহুসংখ্যক নৃপতি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া পরাস্ত হইলেন। তারপর ত্রিগর্ত্তদেশ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, সিন্ধুদেশ, ইত্যাদি বহুদেশ জয় করিয়া অবশেষে অশ্বসহ অর্জ্জুন মণিপুর রাজ্যে আসিয়া পহুছিলেন। এই মণিপুরের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বভ্রুবাহন এখন মণিপুরের রাজা। তিনি অশ্ব বাঁধিয়া রাখিলেন; অর্জ্জুনের আগমন সংবাদ শুনিয়া তিনি পাত্র মিত্র ও ব্রাহ্মণগণ সহ পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে বিবিধ ধনরত্নাদিসহ অশ্বটি প্রত্যর্পণ করিলেন এবং স্বীয় ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাহিলেন। বীরের ছেলে বীর হইলেই

শোভন হয়। কাজেই বভ্রুবাহনের শিষ্ট ব্যবহারে অর্জ্জুন একেবারেই সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বভ্রুবাহনকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া গালি দিলেন এবং বলিলেন—"আমি ক্ষত্রিয় সন্তান যুদ্ধ চাহি, উৎকোচ গ্রহণ করি না। আমি যখন যুধিষ্ঠিরের অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত হইয়া তোমার অধিকারে আসিয়াছি তখন তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর। তুমি আমার পুত্র, জগৎকে এ পরিচয় দাও।" অর্জ্জুনের কথায় বভ্রুবাহন মাথা হেঁট করিয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময় পাতাল হইতে নাগকন্যা উলুপী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। পাতালপুরীতে অর্জ্জুন এই নাগকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বভ্রুবাহনকে লজ্জিত ও নীরব দেখিয়া বলিলেন—"বাবা, আমি তোমার বিমাতা উলুপী। তোমার পিতা যখন যুদ্ধের জন্য তোমার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন—তখন তুমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর। ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়া কখনও ক্ষাত্রধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিও না।" বিমাতার কথায় উৎসাহিত হইয়া বীরপুত্র বভ্রুবাহন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

পিতাপুত্রে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অর্জ্জুন পুত্রের এইরূপ সাহসিকতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোথায় অর্জ্জুন বভ্রুবাহনকে হারাইয়া দিবেন—তাহা না

অর্জ্জুন]　　তুমি আমার পুত্র, জগৎকে এ পরিচয় দাও　　[১০৮ পৃষ্ঠা

হইয়া স্বয়ং অর্জ্জুন কিনা বভ্রুবাহনের আঘাতে ভূতলে পতিত হইলেন। বভ্রুবাহনও অর্জ্জুনের শরের আঘাতে বিশেষরূপ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন—তিনিও ভূপতিত হইলেন।

অর্জ্জুন ও বভ্রুবাহন যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন এসংবাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র চিত্রাঙ্গদা পাগলিনীর ন্যায় রণক্ষেত্রে আগমন করিলেন, উলুপী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তিনি নিজ পুরী হইতে অমৃত আনিয়া উভয়ের জ্ঞান সঞ্চার করিলেন। জ্ঞানলাভ করিয়াই অর্জ্জুন বভ্রুবাহনকে আনন্দে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'বৎস! আমি তোমার বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র বটে।'

যুদ্ধের পর কিছু দিন সেখানে খুব আনন্দে কাটাইয়া অর্জ্জুন বভ্রুবাহন, চিত্রাঙ্গদা ও উলুপীকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া আবার অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। এবার মগধ, গান্ধার, মাহেশ্বতী প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া অর্জ্জুন এক বৎসর পরে নিরাপদে অশ্বসহ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহাসমারোহে যজ্ঞ শেষ হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব অন্যান্য যাদবগণের সহিত যজ্ঞশেষে দ্বারকায় চলিয়া গেলেন। নানাদেশের রাজারাও পরিতুষ্ট হইয়া মহা আনন্দে নিজ নিজ রাজ্যে প্রস্থান

করিলেন। পাণ্ডবপ্রাধান্য চিরতরে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহারা নিরুপদ্রবে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ

অশ্বমেধ যজ্ঞের পর পাণ্ডবগণের সাম্রাজ্য সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। যুধিষ্ঠির রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শানুসারে রাজ্য প্রতিপালন করিতেছেন। কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা গুরুপত্নীর ন্যায় গান্ধারীর সেবা ও সুশ্রূষা করিতেছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী এখন প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহাদের ত্রুটি ও তাঁহাদের কৃত অন্যায় কার্য্যের জন্য তীব্র অনুতাপ ভোগ করিতেছিলেন। পাণ্ডবেরা যে কত উদার, কত মহৎ এখন তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন। এমন ভক্তি, এমন ভালবাসা, এমন শ্রদ্ধা তাঁহারা নিজ ছেলেদের কাছেও পান নাই।

এইরূপে পঞ্চদশ বৎসর কাটিয়া গেলে বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীদেবী এক কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাতে তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার সময় পাণ্ডবেরা কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন,—সমস্ত প্রজাগণ ব্যথিত হইয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'সংসারে সকল বিষয়েরই সময়

আছে, আমাদের সংসার-ভোগের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের তপানুষ্ঠানের সময় উপস্থিত, আমাদিগকে বিদায় দাও।' অন্ধরাজার একথার পর আর কেহ কোন বাধা দিলেন না! তাঁহারা তপস্যার্থে বনে চলিয়া গেলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের ছত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইলে যাদব রাজ্যে এক মহা বিপদ উপস্থিত হইল। যাদবেরা অতিরিক্ত মদ্যপান ও অন্যান্য নানা দুষ্কার্য্য করিয়া পাপরত হইলেন।

একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র, মুনিকণ্ব এবং তপোধন নারদ দ্বারকা নগরে আগমন করেন। পথের একপাশে বসিয়া একদল যাদব-যুবা হাস্যপরিহাস করিতেছিল। তাহারা মুনিদিগকে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণের পুত্র শাম্বকে একটি মুষল দিয়া গর্ভবতী স্ত্রীবেশে সাজাইয়া তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া বলিল—'ইহার কি সন্তান হইবে বলুন।' যাদবযুবকগণের এইরূপ উপহাসে সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'ইহার এই মুষল হইতেই তোমরা সকলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।'

কৃষ্ণ জানিতেন পাপরত যদুবংশে এইরূপ একটা বিপদ শীঘ্র ঘটিবে, কাজেই এই দুর্ঘটনার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন না। কেবল মুষলটিকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন—আর দ্বারকাপুরীতে মদ্য প্রস্তুত-কার্য্য এককালে নিবারণ করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতেও দুর্বৃত্তের

দল নিবৃত্ত হইল না। গোপনে মদ্য প্রস্তুত ও সুরাপান কার্য্য চলিতে লাগিল।

একদিন যাদবেরা মহা আড়ম্বর সহকারে প্রভাস তীর্থে গমন করিল। সেখানে খুব আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য মদ লইতেও ছাড়ে নাই। মদ্যপানে বিভোর যাদবগণের কল কোলাহলে সে পবিত্র পুণ্যতীর্থ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সুরার এমনি বিচিত্র শক্তি যে অবশেষে—সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি যাদবকুমারগণও কৃষ্ণের সমক্ষে সুরাপানে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মত্ততা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা পরস্পরে ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন। সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে কহিলেন—'তুই বড় পাষণ্ড, তুই কিনা নিদ্রিত মানুষকে মারিতে গিয়াছিলি!' প্রদ্যুম্ন নামে কৃষ্ণের আর এক ছেলে সাত্যকির সহিত যোগ দিল। খুব কলহ বাধিয়া গেল। কথা কাটাকাটির সঙ্গে ক্রমে হাতাহাতি আরম্ভ হইল। হঠাৎ সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে আক্রমণ করিল। ইহাতে কৃতবর্ম্মার দলের লোকেরা প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে আক্রমণ করিল। এইরূপে দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কৃষ্ণকে আর কেহই গ্রাহ্য করিল না। নিকটে একটা শরবণ ছিল, সেখান হইতে মুষ্টি মুষ্টি শর তুলিয়া একে অন্যকে প্রহার করিতে লাগিল। মুষল যে স্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এ শরবণ সেখানেই হইয়াছে।

কাজেই ঋষিদের শাপের তেজে উহার একএকটী ভীষণ বজ্রে পরিণত হইতেছিল। তখন তাহারা পিতা পুত্র, ভাইবন্ধু পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিল।

কৃষ্ণ, দারুক ও কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র ব্যতীত আর কেহই প্রভাসতীর্থে জীবিত রহিল না। বলরামকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন—খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইলেন বলরাম এক বৃক্ষের নীচে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। তখন কৃষ্ণ দারুককে কহিলেন 'তুমি সত্বর হস্তিনা নগরে গমন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট যাদবগণের বিনাশ বৃত্তান্ত বল, তিনি সংবাদ পাইবা মাত্র নিশ্চিতই এখানে আসিবেন।'

কৃষ্ণ আবার বলরামের নিকট আসিয়া দেখেন তাঁহার দেহ নিশ্চল অবস্থায় বৃক্ষের নীচে পড়িয়া আছে। তিনি বুঝিলেন যে যোগাবস্থায় মহাত্মা বলরামের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। তখন কৃষ্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সেই বিজন বনের ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে অবসন্নদেহে এক-স্থানে বসিয়া পড়িলেন।

এমন সময় জরা নামক এক ব্যাধ দূর হইতে কৃষ্ণকে মৃগ জ্ঞান করিয়া শর নিক্ষেপ করিল। সেই শর তাঁহার পদতলে বিদ্ধ হইল। মৃগ হত হইয়াছে মনে করিয়া ব্যাধ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল মৃগ জ্ঞানে সে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত

করিয়াছে! ব্যাধ স্বীয় অপরাধের জন্য তাহার চরণে লোটাইয়া পড়িল। মহাত্মা কৃষ্ণ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

এদিকে অর্জ্জুন দারুকের সহিত দ্বারকায় আসিলেন। হায়! দ্বারকা নগরীর কি শোচনীয় অবস্থা! প্রাণ-প্রিয়তম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের শোকে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। দ্বারকার স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। অর্জ্জুন আর চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলেন না। 'সখা সখা' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মৃত শরীর আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহাত্মা দারুকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও সান্ত্বনায় কোন প্রকারে ধৈর্য্য ধরিয়া তিনি একে একে বিবিধ কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। যাদবদের সৎকার ইত্যাদি করিয়া তিনি দ্বারকার স্ত্রীলোকগণকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। এ সময়ে সকলে বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে তাঁহারা দ্বারকাপুরী হইতে বহির্গত হইবামাত্রই সমুদ্র আসিয়া দ্বারকাপুরীকে গ্রাস করিয়া ফেলিল!

তাঁহারা কয়েক দিন নিরাপদে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু একদিন পথে একদল দস্যু আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগকে ভয় দেখাইলেন কিন্তু তাহাতে তাহারা একটুও বিচলিত হইল

না। ইহাতে তিনি দস্যুদলকে দমন করিবার জন্য গাণ্ডীব তুলিতে গেলেন কিন্তু একি! তিনি গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না! তাঁহার মনে হইল বুঝি শোকে দুঃখে তাঁহার শরীর এতদূর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে যে তিনি দেহে আর পূর্ব্বের মত শক্তি অনুভব করেন না! বহু কষ্টে যদি বা জ্যা সংযুক্ত হইল—কিন্তু হায়! হায়! দিব্য অস্ত্রগুলির প্রয়োগ কৌশল আর তাঁহার মনে আসিল না। সুযোগ বুঝিয়া দস্যুরা স্ত্রীলোকদিগকে ধরিতে গেল! আর অমনি যাদব রমণীগণ প্রস্তর হইয়া গেল। গাণ্ডীবী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপনার শক্তিনাশ, বন্ধুনাশ, বন্ধুবংশনাশ দেখিলেন, পরে ভগ্নহৃদয়ে শ্লথপদে যেন প্রাণহীন দেহ লইয়া অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন।

অর্জ্জুনের হৃদয় শোকে ও দুঃখে একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তার পর দস্যুদের নিকট পরাজিত হওয়ায় তিনি প্রাণে একেবারেই শান্তি পাইতেছিলেন না। তিনি যেন আর সে অর্জ্জুন নহেন! কেন তাঁহার এমন হইল? কিসে তিনি শান্তি পাইবেন তাহা জানিবার জন্য মহর্ষি ব্যাসদেবের নিকট যাইয়া সকল কথা বলিলেন।

অর্জ্জুন বলিলেন,

“এতদিনে পাণ্ডবেরে বিধি হৈল বাম।
হইলেন গোলকনিবাসী কৃষ্ণরাম॥

মম পরাক্রম দেব সব জান তুমি।
এক রথে চড়িয়া জিনিনু মর্ত্ত্যভূমি ॥
সেই তূণ সেই ধনু সেই ধনঞ্জয়।
সকল নিষ্ফল হৈল শুন মহাশয় ॥
প্রভু বিনা এই গতি হইল এখন।
এ পাপ জীবনে মম নাহি প্রয়োজন।"

অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া ব্যাসদেব বলিলেন—"তোমরা পৃথিবীতে যে কার্য্য করিতে ভগবান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলে, সে কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। আমার বিবেচনায় তোমাদের এখন স্বর্গগমনের কাল উপস্থিত! কাজ শেষ হইয়াছে বলিয়াই দিব্য অস্ত্র সকলের কথা আর তোমাদের স্মরণ হয় নাই। বৎস! এক্ষণে তোমরা স্বর্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।"

ব্যাসদেবের কথায় অর্জ্জুন সান্ত্বনা লাভ করিয়া হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

মহাপ্রস্থান।

অর্জ্জুনের মুখে যদুবংশের ধ্বংসের বিবরণ ও কৃষ্ণের দেহত্যাগের কথা শুনিয়া মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসুখ-ভোগস্পৃহা একেবারে অন্তর্হিত হইল। তিনি সকলকে
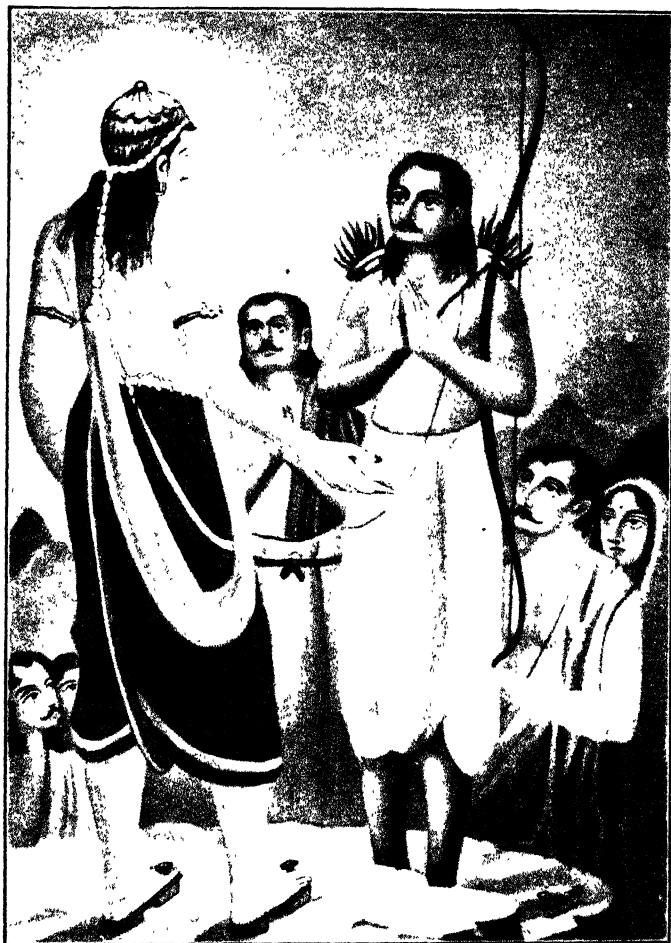
অর্জ্জুন]　　গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ পরিত্যাগ করুন　　[১১৭ পৃষ্ঠা

সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'আমাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে —এখন মহাপ্রস্থানের সময় উপস্থিত। চল আমরা সে জন্য হিমালয় পর্ব্বতে গমন করি।'

যুধিষ্ঠিরের কথায় ভীম অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই সম্মত হইলেন। পরামর্শ স্থির হইলে তাঁহারা অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতকে হস্তিনার রাজা করিলেন।

পরিশেষে প্রত্যেকে বহুমূল্য আভরণ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া বল্কল ধারণ করিলেন—এবং শুভদিন দেখিয়া চিরকালের জন্য রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহা-দিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া প্রজা ও পৌরজনগণ উচ্চৈঃ-স্বরে কাঁদিতে লাগিল। সকলকে মিষ্টবাক্যে শান্ত করিয়া পাণ্ডবগণ যাত্রা করিলেন। একটী কুকুর আসিয়া তাঁহাদের অনুগামী হইল। পশ্চাদনুসরণকারী নগরবাসীরা ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু সেই কুকুরটী কিছুতেই ফিরিল না। সর্ব্বাগ্রে যুধিষ্ঠির, তৎপশ্চাৎ ভীমসেন, তৎপশ্চাৎ বীরবর অর্জ্জুন, তৎপশ্চাৎ নকুল, সহদেব, তৎপশ্চাৎ দ্রৌপদী আর সকলের পশ্চাৎ সেই কুকুরটী গমন করিতে লাগিল।

ক্রমাগত চলিতে চলিতে তাঁহারা পূর্ব্বদিকে এক সমূদ্র তীরে উপনীত হইলে এক মহাকায় পুরুষ তাঁহাদের গতি-রোধ করিয়া বলিলেন—'পাণ্ডবগণ, আমি অগ্নি। অর্জ্জুনের পৃথিবীর কার্য্য শেষ হইয়াছে, এক্ষণে তিনি গাণ্ডীব ও অক্ষয়

তূণ পরিত্যাগ করুন। আমি উহা বরুণদেবকে ফিরাইয়া দিব।' মহাবীর পার্থ—অক্ষয় তুণীর সহ গাণ্ডীব ধনু অগ্নি-দেবকে প্রদান করিলেন।

তারপর তাঁহারা বিবিধ তীর্থ দর্শন করিয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিয়া হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। দুর্গম পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হইতে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। দ্রৌপদী পর্ব্বতারোহণের ভীষণ ক্লেশ সহিতে না পারিয়া হিমালয়ের কতকদূর আরোহণ করিয়াই সহসা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। আর তাঁহার জ্ঞান হইল না। অচিরে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।

ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহারাজ! দ্রৌপদী ত জীবনে কখনও পাপের কার্য্য করেন নাই, তবে তাঁহার কেন পতন হইল?'

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'দ্রৌপদীর নিকট আমরা সকলে সমান হইলেও অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার ভালবাসা বেশী ছিল, এজন্যই তাঁহার পতন হইয়াছে।'

তাঁহারা আবার চলিতে লাগিলেন। কেহ আর দ্রৌপদীর দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। খানিক দূর যাইতে না যাইতেই তাঁহাদের কনিষ্ঠ সহোদর সহদেবের পতন হইল। তখন ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ!

সহদেব সর্ব্বদাই আমাদের অনুগত থাকিয়া সেবা করিয়াছেন, তবে কেন তাহার পতন হইল।”

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘সহদেব আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ বলিয়া মনে করিত। ইহাই তাঁহার পতনের কারণ।’

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির অটলচিত্তে ভগবানের নাম করিতে করিতে আবার তুষারাচ্ছন্ন গিরিপথে ভ্রাতৃগণের সহিত চলিতে লাগিলেন। কুকুরটীও তাঁহাদের সঙ্গে চলিতেছিল। সহসা নকুলের পতন হইল।

তখন মহাবীর ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মহারাজ, নকুল পরম ধার্ম্মিক এবং বিনীত চরিত্রের ছিলেন—তবে কিসের জন্য তিনি পতিত হইলেন?’

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ‘ভাই, নকুলের বিশ্বাস ছিল পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় আর রূপবান নাই—এই অহঙ্কারই তাঁহার পতনের কারণ।’ এই বলিয়া যুধিষ্ঠির আবার পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন। তিনি আর পশ্চাতের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

দ্রৌপদী ও নকুল সহদেবের মৃত্যুতে অর্জ্জুন অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনের সে শোক আর বেশীক্ষণ সহ্য করিতে হইল না। স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম মনে মনে চিন্তা করিতে

লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়া মাত্রই তিনিও ভূপতিত হইলেন। অর্জ্জুনের পতনে ভীম অত্যন্ত শোকান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা! অর্জ্জুন সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন এবং পরম সত্যবাদী ছিলেন—ভুলেও তিনি কখনও একটী মিথ্যা কথা বলেন নাই, তবে তাঁহার কেন পতন হইল?"

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ভাই, অর্জ্জুনের শৌর্য্যাভিমান যেরূপ ছিল,—তিনি তদ্রূপ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। এই বৃথা অভিমানের জন্যই তাঁহার পতন হইল। তুমি আর ওদিকে তাকাইও না। আমার সঙ্গে চল।"

যুধিষ্ঠির ও ভীম আর পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দুর্ল্লঙ্ঘ্য পার্ব্বত্য পথে ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই কুকুরটীও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অর্জ্জুনের পবিত্র দেহ হিমালয়ের তুষারবক্ষে চিরবিলীন হইয়া গেল।

সম্পূর্ণ।